জননিরাপত্তা বিভাগ

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বদলে যাওয়ার ১৫ বছর

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ বিগত ১৫ বছরের উন্নয়ন ও অর্জন কার্যক্রম নিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা এবং সেবা নিশ্চিত করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ বদ্ধপরিকর।

ইতোমধ্যে সরকারের 'রুপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সরকারের 'ভিশন ২০৪১' সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা এখন বিশ্বের দরবারে মাইলফলক।

দেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা সুগম ও বাধামুক্ত রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। জননিরাপত্তা বিভাগের বিগত ১৫ বছরের উন্নয়ন ও অর্জন জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রতিচ্ছবি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ আজ শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গতিপথে অগ্রসরমান। শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে। এ পুস্তকের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বিগত ১৫ বছরের উন্নয়ন ও অর্জন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।

এ পুস্তক প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা- জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ এর স্বপ্ন এখন সকল মানুষের হৃদয়ে। বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন করেছে এবং 'ভিশন-২০৪১' ও 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' কে সামনে রেখে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা। দুর্নীতি, মাদক দ্রব্য, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে জননিরাপত্তা বিভাগের অভিলক্ষ্য 'নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ' গঠন।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নসহ বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের বিগত ১৫ বছরের উন্নয়ন ও অর্জন কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি এ পুস্তক। সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক সহযোগিতার ফলে এ বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনে এ বিভাগের বিগত ১৫ বছরের উন্নয়ন ও অর্জন সঠিকভাবে প্রতিবেদনটিতে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বিগত ১৫ বছরের উন্নয়ন ও অর্জন কার্যক্রম নিয়ে পুস্তক প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

এ পুস্তক প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ

বদলে যাওয়ার ১৫ বছর

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা উপকমিটি

জনাব লিপিকা ভদ্র, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	আহ্বায়ক
জনাব আবু হেনা মোস্তফা জামান, যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-১ অধিশাখা)	সদস্য
জনাব মোঃ আবুল ফজল মীর, যুগ্মসচিব (পুলিশ-১ অধিশাখা)	সদস্য
জনাব মোঃ ফিরোজ উদ্দিন খলিফা, যুগ্মসচিব (সীমান্ত অধিশাখা)	সদস্য
জনাব এস এম ফেরদৌস, যুগ্মসচিব (শৃঙ্খলা অধিশাখা)	সদস্য
জনাব হায়াত-উদ-দৌলা খান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	সদস্য
জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ, যুগ্মসচিব (বাজেট অধিশাখা)	সদস্য
জনাব ধনঞ্জয় কুমার দাস, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)	সদস্য
জনাব মিন্টু চৌধুরী, বিপিএএ, উপসচিব (মেডিকেল-১ শাখা)	সদস্য
জনাব হাবিবুল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব (রাজনৈতিক-৬ শাখা)	সদস্য
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব (পুলিশ-৫ শাখা)	সদস্য
জনাব বিকাশ বিশ্বাস, সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-১ শাখা)	সদস্য
সৈয়দ ফয়েজুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২ শাখা)	সদস্য
জনাব মো: জহিরুল হক, সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা-২ শাখা)	সদস্য
জনাব ফৌজিয়া খান, উপসচিব (প্রশাসন-৩ শাখা)	সদস্য সচিব

সহযোগিতায়

জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশনায়

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mhapsd.gov.bd

প্রকাশকাল

নভেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা-১১ জননিরাপত্তা বিভাগ
পৃষ্ঠা-২৫ বাংলাদেশ পুলিশ
পৃষ্ঠা-৫৪ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
পৃষ্ঠা-৬৮ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
পৃষ্ঠা-৭৮ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
পৃষ্ঠা-৮৮ ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার
পৃষ্ঠা-৯৪ তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
International Crimes Tribunals
Investigation Agency
Bangladesh
GUARDIAN AT SEA
NATIONAL TELECOMMUNICATION MONITORING CENTRE
NATION COMES FIRST
জাতীয় পরিচয়

ভিশন

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন

মিশন

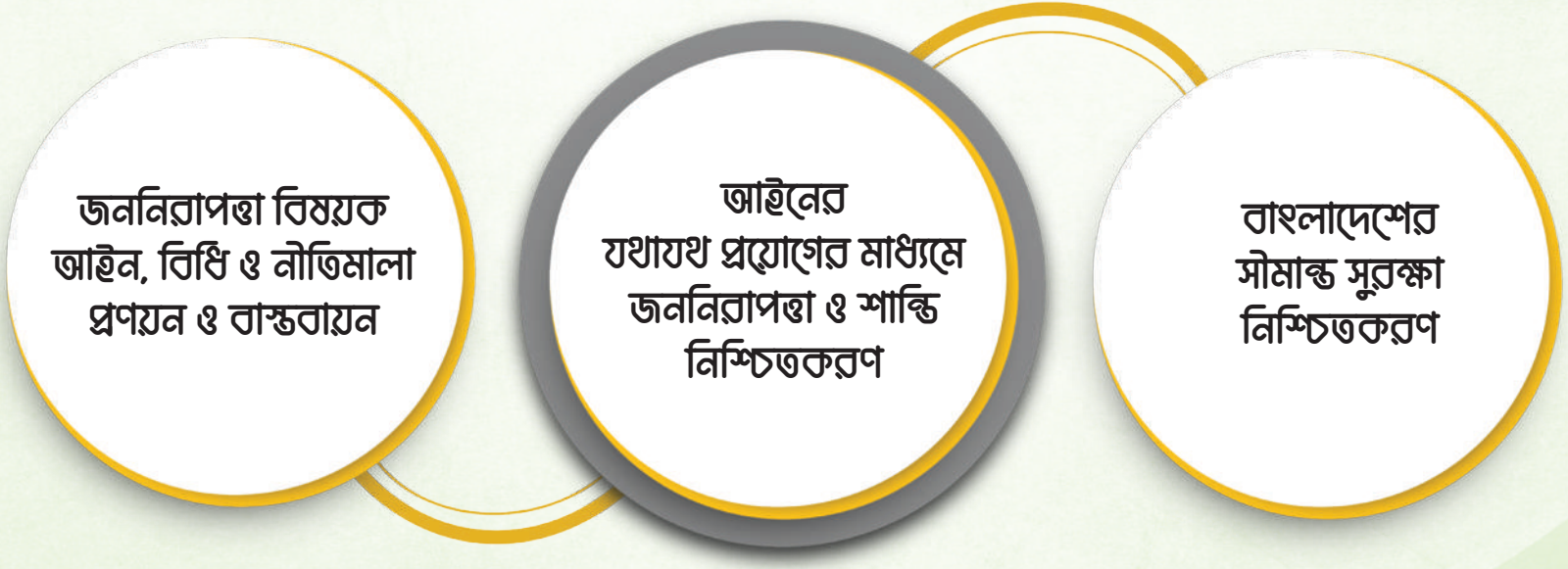

জননিরাপত্তা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

প্রধান কার্যাবলি

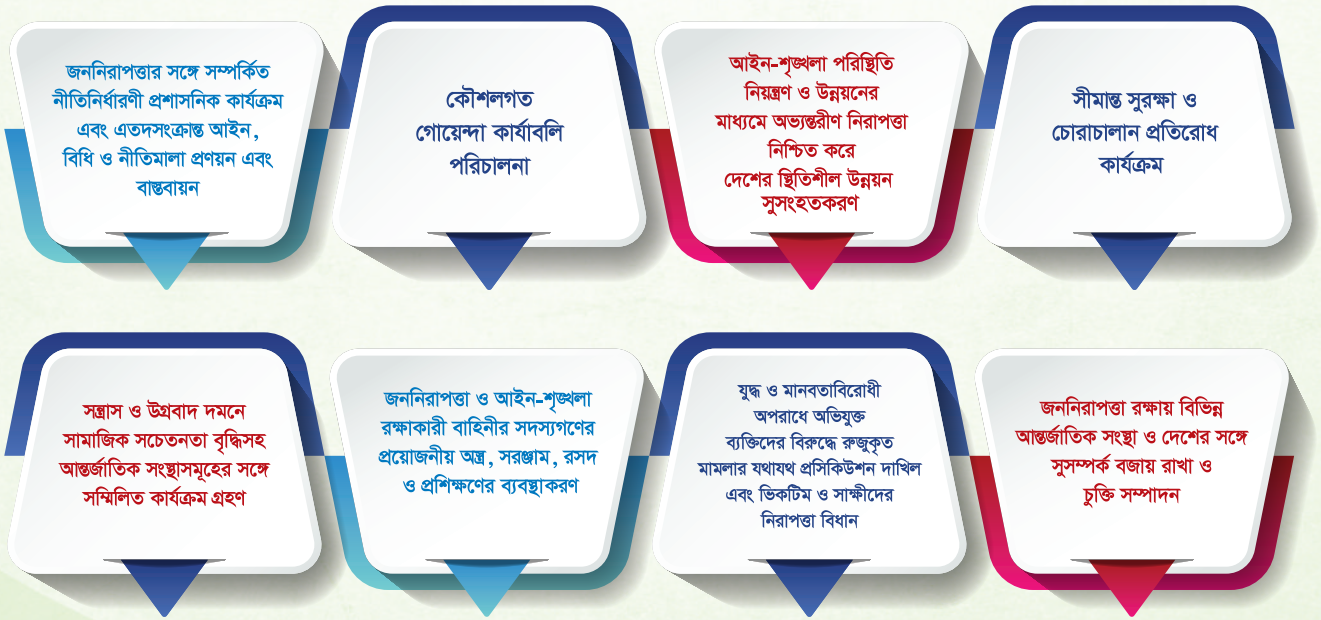

জননিরাপত্তা বিভাগের বিগত ১৫ বছরের সাফল্য

চরমপন্থী, জলদস্যু/বনদস্যুদের আত্মসমর্পন ও পুনর্বাসন :

বিগত ০৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে পাবনায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট ১৩টি জেলার ৪৬২ জন চরমপন্থী সদস্য আত্মসমর্পন করেন। আত্মসমর্পনকারীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা ও তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মোট ১৭,৬২,১৯,১৬০/- (সতের কোটি বাষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ০৯টি জেলার জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৮ সালে র‍্যাব এর নিকট আত্মসমর্পনকৃত ৩৪০ জন জলদস্যু/বনদস্যুদের বিরুদ্ধে ১৪০ টি খুন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ ব্যতীত অন্যান্য মামলা হতে আসামিদের নাম প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

চরমপন্থী সর্বহারা সদস্যদের আত্মসমর্পন

শারক্বীয়ার ৯ জঙ্গি গ্রেপ্তার

জঙ্গিবাদ দমন ও কতিপয় সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা :

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ১৬নং আইন) এর ধারা-১৮ এর ০২ উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মোট ০৯ (নয়) টি সন্ত্রাসী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল হতে অদ্যবধি নিম্নলিখিত ০৫টি সন্ত্রাসী সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়:

ক্রমিক নং	দল/সংগঠনের নাম	নিষিদ্ধকরণের তারিখ
০১	হিজবুত তাহরীর বাংলাদেশ	২২. ১০.২০০৯
০২	আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি)	১০.০৫.২০১৫
০৩	আনসার-আল-ইসলাম	০১.০৩.২০১৭
০৪	আল্লা'র দল	০৫.১১.২০১৯
০৫	জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া	০৯.০৮.২০২৩

হলি আর্টিজানে ভয়াবহ হামলার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করায় সন্ত্রাস বিরোধী ট্রাইবুনাল জেএমবির ০৭ সদস্যকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করেছে। হলি আর্টিজানে ভয়াবহ হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ০৩ জন বাংলাদেশী, ০১ জন ভারতীয়, ০৯ জন ইতালীয় ও ০৬ জন জাপানী নিহত নাগরিকদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

হলি আর্টিজান হোটেলে অবস্থানরত জিম্মিদের নিরাপদে উদ্ধার কার্যক্রমে তৎপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমন বিষয়ে বেশ কিছু চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত সীমান্ত চুক্তির (মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি ১৯৭২) ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ভারতের সাথে *Protocol to the Agreement Concerning the Demarcation of the Land Boundary Between India and Bangladesh and related Matters* স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রটোকলের আওতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১ ছিটমহল এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয় এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলায় অবস্থিত তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা বাধাহীনভাবে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। উল্লেখযোগ্য চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	চুক্তি/সমঝোতা স্মারকের বিষয়বস্তু	দেশ/ চুক্তি স্বাক্ষরের সাল
০১	Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)	ভারত (২০১০), দক্ষিণ আফ্রিকা (২০১৯)
০২	Extradition	থাইল্যান্ড (২০০১), ভারত(২০১৩/২০১৬) দক্ষিণ আফ্রিকা (২০১৯)
০৩	Transfer of Sentenced Persons	ভারত (২০১০), সংযুক্ত আরব আমিরাত (২০১৪)
০৪	Security Cooperation	তুরস্ক (২০২২), সংযুক্ত আরব আমিরাত (২০১৪) ও সৌদি আরব (২০২২)
০৫	Combating International Terrorism, Organized Crime and Illicit Drug Trafficking	ভারত (২০১০)
০৬	Coordinated Border Management Plan (CBMP)	ভারত (২০১১)
০৭	Counter Terrorism	চীন (২০১৬), যুক্তরাষ্ট্র (২০১৩), রাশিয়া (২০১৩) জার্মানী (২০১৭)
০৮	Preventing and combating Transnational Crimes	মালয়েশিয়া (২০১২), অস্ট্রেলিয়া (২০১৫)

এছাড়া বাংলাদেশের সাথে ভারতের সমুদ্রে *Transnational Illegal Activities* প্রতিরোধ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি, জাল নোট পাচার ও বিস্তার প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধ, কোস্টাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম সরবরাহ শীর্ষক সমঝোতা স্মারক এবং বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি ও ভারতের সরদার বলবভাই প্যাটেল ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমির মধ্যে *Memorandum of Cooperation (MoC)* স্বাক্ষরিত হয়েছে। মায়ানমারের সাথে নিরাপত্তা সংলাপ ও সহযোগিতা এবং বর্ডার লিয়াজোঁ অফিস প্রতিষ্ঠা বিষয়ক দুইটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে গঠিত *The Bay of Bengal Initiative of Multispectral and Economic Cooperation (BIMSTEC)* এর চিহ্নিত ১৪ টি সহযোগিতার ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম *Security Related Matters* এর আওতায় এ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, সঙ্গবদ্ধ অপরাধ ও মাদক চোরাচালানের হুমকি যৌথভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে *BIMSTEC Convention On Cooperation in Combating International Terrorism, Transnational, Organized Crime and Illicit Drug Trafficking* প্রণয়ন করা হয়। *BIMSTEC* সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাক্ষরিত "*BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*" বিষয়ক চুক্তিটি বর্তমান সরকারের সময় অনুসমর্থিত হয়ে কার্যকর হয়। এছাড়া অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে *SAARC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* বিষয়ক চুক্তিটি বর্তমান সরকারের সময় অনুসমর্থিত হয়ে কার্যকর হয়।

বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক *(FDMN)* ক্যাম্পের নিরাপত্তা:

নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কক্সবাজার জেলার উখিয়ার অবস্থিত ৩৩ টি ক্যাম্পসহ ভাসানচরে ১টি ক্যাম্পে এপিবিএনসহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর যৌথ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে বিজিবি ও কোস্টগার্ডের উপস্থিতি বৃদ্ধি, বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক ক্যাম্প ও সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধি, সীমান্তে কাঁটা তাঁরের বেড়া স্থাপন, নাফ নদীর তীর বরাবর বাঁধ ও বাঁধের উপর সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি। এছাড়া বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান এবং নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত ও সুষ্ঠু রাখার স্বার্থে প্রয়োজন মোতাবেক 'ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা' অনুযায়ী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি এবং আনসার ও ভিডিপি সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর টহল/অভিযান এবং চেকপোষ্ট পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র নীতিমালা ও *Digital Arms Management System (DAMS)*-এর সফটওয়্যার:

আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের নিমিত্ত ২০১২ সালে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে, অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ এবং আগ্নেয়াস্ত্র বিধিমালা-১৯২৪ অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত পূর্বের নীতিমালা সংশোধন করে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স কার্যক্রম অধিকতর সহজীকরণের নিমিত্ত ২০১৬ সালে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও ব্যবহার নীতিমালা-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে এই নীতিমালা অধিকতর সংশোধনপূর্বক নতুন নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয়, সংগ্রহ, আমদানি, পরিবহন, সংরক্ষণ, হস্তান্তর সহজীকরণের নিমিত্ত *Digital Arms Management System (DAMS)*-এর সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে, যা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত কার্যাবলী:

বিগত ১৫ বছরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানবাধিকার বিষয়ে কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত যৌক্তিক নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মানবাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে নির্যাতিত গৃহকর্মী খাদিজাকে নগদ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং বিএসএফ এর গুলিতে চোখ হারানো রাসেল মিয়াকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছ। এছাড়া, ০১(এক) জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় মারাত্মকভাবে আহত ১১(এগারো) জন ব্যক্তিকে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা করে মোট ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে কোন ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় এমন কার্যক্রমসমূহের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার

২০১০ সালের ২৫ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, প্রসিকিউশন টিম ও তদন্ত সংস্থা গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সংগঠিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রেক্ষিতে তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৫৩টি মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। ৮৯টি মামলার তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ১৬টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। ৩৬ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তদন্ত সম্পন্ন ৩৩৪ জন আসামীর মধ্যে আমৃত্যু কারাদন্ড দেয়া আসামীর সংখ্যা ৩৬ জন। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ৯৭ জন। ২০ বছর সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ০৬ জন। মৃত্যুদন্ড কার্যকর আসামীর সংখ্যা ০৬ জন। খালাশ প্রাপ্ত ০২ জন। বর্তমানে গ্রেফতারকৃত আসামী ১৪২ জন এবং পলাতক আসামী ১০১ জন। সাক্ষী নেয়া হয়েছে ১৯২ জনের। বিগত ১৩ বছরে পলাতক এবং জেল হাজতে মৃত্যু হয়েছে এমন আসামীর সংখ্যা ১২ জন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর শহীদ পরিবারবর্গের হত্যাকারী সাজাপ্রাপ্ত পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত রাশেদ চৌধুরী ও কানাডায় অবস্থানরত নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় 'ল' ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। আসামী লেঃ কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার আব্দুর রশিদ এবং রাশেদ চৌধুরীর মালিকানাধীন ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ ও খাস খতিয়ানভূক্ত করা হয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম:

মানব পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে ভারতের সাথে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত, লিবিয়া ও ওমানের সাথে চুক্তি প্রক্রিয়া চলমান। প্রতিবছর মানব পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কিত *Country Report* প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া ২০২২ সালে '*First National Study on Trafficking in Person*' প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৯ সাল থেকে মানব পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশ *Tier-2* অবস্থানে রয়েছে। ২০০৪ সালে প্রথম মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সর্বশেষ ২০১৮-২০২৫ কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। ভিকটিম চিহ্নিতকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। মানব পাচারের ভিকটিমদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে *RRR (Rescue, Recovery and Repatriation)* সেল গঠন করা হয়েছে। প্রতি বছর ৩০ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস পালন করা হচ্ছে।

আইন ও বিধিমালা:

ক্রমিক নং	সাল	আইন ও বিধিমালা
০১	২০১২	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২
০২	২০১৭	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা, ২০১৭
০৩	২০১৭	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন সংস্থা বিধিমালা, ২০১৭
০৪	২০১৭	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন তহবিল বিধিমালা, ২০১৭

মানব পাচার প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক সভা:

ক্রমিক নং	দ্বি-পাক্ষিক সভা (ভিকটিম উদ্ধার ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত)	তারিখ	ভেন্যু
০১	১ম দ্বি-পাক্ষিক সভা	২০-২১ ডিসেম্বর, ২০০৬	কাঠমান্ডু, নেপাল
০২	২য় দ্বি-পাক্ষিক সভা	২৬-২৭ ডিসেম্বর, ২০১১	কলকাতা, ভারত
০৩	৩য় দ্বি-পাক্ষিক সভা	০৮-০৯ ডিসেম্বর,২০১২	কক্সবাজার, বাংলাদেশ
০৪	৪র্থ দ্বি-পাক্ষিক সভা	০৬-০৭ এপ্রিল, ২০১৪	ভারত
০৫	৫ম দ্বি-পাক্ষিক সভা	১৭-১৮ আগষ্ট, ২০১৫	ঢাকা, বাংলাদেশ
০৬	৬ষ্ঠ দ্বি-পাক্ষিক সভা	১১-১২ মার্চ, ২০১৯	নয়াদিল্লী, ভারত
০৭	আঞ্চলিক সভা (বিমসটেক)	২৬-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	ঢাকা, বাংলাদেশ

REACH EVERY VICTIM OF TRAFFICKING, LEAVE NO ONE BEHIND
WORLD DAY AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS 30 JULY
National Dialogue to Observe The World Day Against Trafficking in Persons 2023
REACH EVERY VICTIM OF TRAFF
National Dialo
The World Day Against T
Chief Guest: H.E. Mr. Asaduzzaman Khan M
Chair: Mr. Md Mustafizur Rahman BPAA, Senior Secr
02 August 2023
USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE
KOICA
Korea International Cooperation Agency
GloACT
BANGLADESH

FICKING, LEAVE NO ONE BEHIND
ogue to Observe
rafficking in Persons 2023
M.P., Hon'ble Minister, Ministry of Home Affairs
retary, Public Security Division, Ministry of Home Affairs
Dhaka, Bangladesh
This project is funded by the European Union
Bangladesh United Nations Network on Migration
Working Better Together
National Dialogue to Observe The World Day Against Trafficking in Pers s 20

First Meeting of the
BIMSTEC Sub-Group on Human Trafficking

ফুলবাড়িয়া বঙ্গমার্কেটে আগুন নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শন এবং তাৎক্ষণিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য ঘটনাস্থলে পৌছান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদজ্জামান খান. এমপি ও জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ।

অত্যাধুনিক ভ্যাহিক্যাল স্ক্যানার

ডিজিটাল ব্যাগেজ স্ক্যানার

ডিজিটাল পাস (ওটিপি)

- সচিবালয়ের দর্শণার্থী প্রবেশের ক্ষেত্রে ০৩টি গেইটে ডিজিটাল একসেস কন্ট্রোল স্থাপন করা হয়েছে এবং সচিবালয়ে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার লক্ষে সার্ভিলেন্স সিস্টেম ও ডিজিটাল কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে, ০৩টি গেইটে আধুনিক মানের ০৩টি ভ্যহিক্যাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সচিবালয়ে প্রবেশে ডিজিটাল পাশ ইস্যুসহ ওটিপি ব্যবহারে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সচিবালয়ে প্রবেশ নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়নের কার্যক্রম প্রায় সমাপ্তের দোরগোড়ায় রয়েছে।
- বিগত ১৫ বছরে ১৩৯টি দৈনিক পত্রিকা মিডিয়া তালিকাভুক্তির জন্য অনাপত্তি, ১৮৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, এফ এম রেডিও ২৪টি এবং ১৮টি টিভি চ্যানেলের অনলাইন পোর্টাল নিবন্ধন অনাপত্তি প্রদান করা হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুসংহতকরণে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ০৯ জুন ২০২১ তারিখ "মেডিকেল ইউনিট" গঠন করা হয়। মেডিকেল অনুবিভাগের আওতায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকা ০১টি, পুলিশ একাডেমি হাসপাতাল, সারদা, রাজশাহী ০১ টি, বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতাল ০৫ টি, জেলা ইউনিট পুলিশ হাসপাতাল/ এমআই সেন্টার ৮০টি, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল ০১ টি, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা ০১টি, বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ০৩টি, বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ০৫টি এবং ৬৯টি কারা হাসাপাতাল এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, ০১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ণ ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর ফলে বাহিনীর সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সু-চিকিৎসা নিশ্চিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'জনগণের পুলিশ' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম অনুষঙ্গ জনবান্ধব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠনে কাজ করছে বর্তমান সরকার। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবন-জীবিকা সুরক্ষার পূর্বশর্ত স্থিতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এ ধারাবাহিকতায় গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের ব্যাপক উন্নয়নমূলক ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

দীর্ঘদিন পুলিশের উন্নয়নের বিষয়টি শুধুমাত্র পুলিশের জনবল বৃদ্ধির ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম পুলিশকে আধুনিক ও ভিশন ২০৪১ সালের উপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গতানুগতিক বিভিন্ন ইউনিট গঠনের পরিবর্তে বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। স্বল্প জনবল নিয়ে অধিক সেবা প্রদানের যে দুরদর্শী ধারণা তিনি দিয়েছেন তা বাংলাদেশ পুলিশের চিন্তার দ্বার উন্মোচন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পুলিশ সপ্তাহ- ২০১১ এ উন্নয়নের আলোকবর্তিকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির রূপরেখার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ঘোষণা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

পদ সৃজন ও বিশেষায়িত ইউনিট গঠন:

পদ সৃজন: গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন পদবির ৮৩০৭০ (তিরাশি হাজার সত্তর)টি নতুন পদ (আউটসোর্সিংসহ) সংযোজন করা হয়েছে। যার ফলে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য: কনস্টেবল, এসআই (নিঃ) ও পুলিশ সার্জেন্ট পদে নিয়োগের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

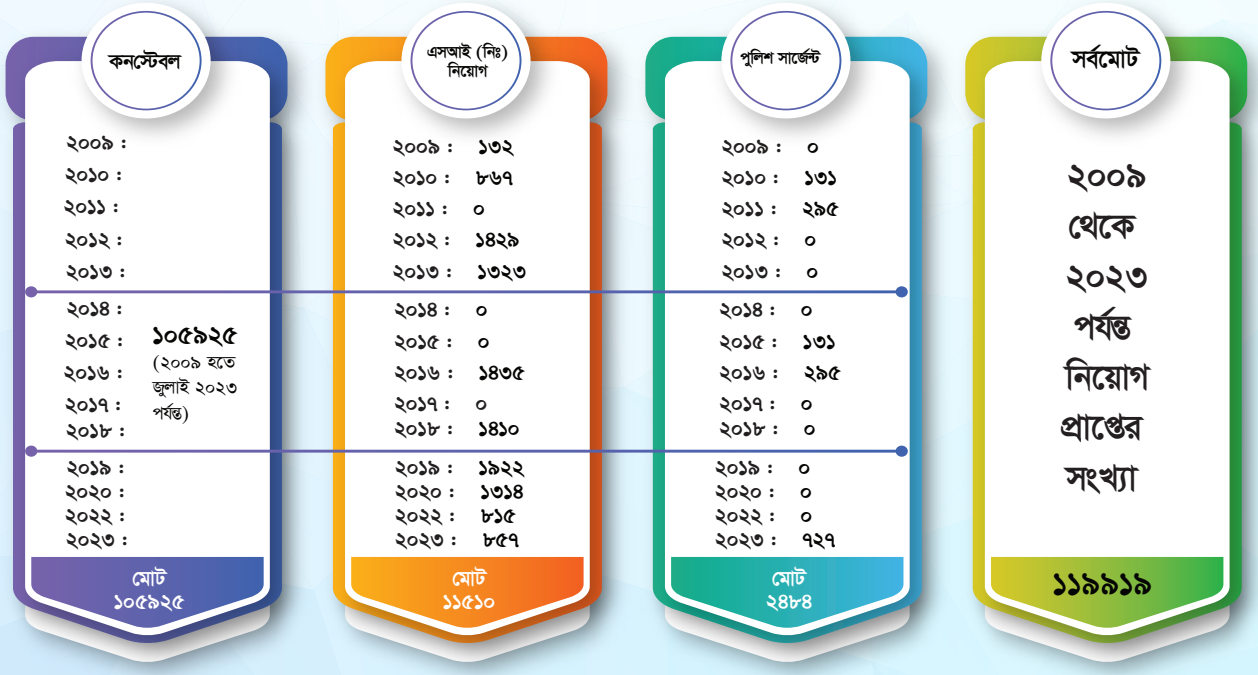

- বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০১৭ সালে এন্টি টেররিজম ইউনিট গঠন করা হয়।
- বর্তমান সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় ২০১০ সালে শিল্পাঞ্চল পুলিশ গঠিত হয়।

বিশেষ অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনায় সোয়াট *(Special Weapons and Tactics)*

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট:

- গত ১৫ বছরে রংপুর রেঞ্জ ও রংপুর আরআরএফ (২০১১), ময়মনসিংহ রেঞ্জ (২০১৬), রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট (২০১৭), ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার (২০১২) এবং পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (২০১২), ট্যুরিস্ট পুলিশ (২০১৩), নৌ পুলিশ (২০১৩), গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (২০১৭) গঠিত হওয়ায় অপরাধ সংঘটনে অপরাধীদের বিভিন্নমুখী তৎপরতা রোধ সহজ হয়েছে। পাশাপাশি অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন, দ্রুত, আধুনিক ও মানসম্পন্ন তদন্ত কর্যক্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বেড়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার এবং বর্ধিতকরণ:

- বাংলাদেশ পুলিশে বিদ্যমান সকল জেলা/ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামোর জনবল বৃদ্ধিপূর্বক সক্ষমতা/অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও সিআইডি, এপিবিএন এবং র‍্যাবের সাংগঠনিক কাঠামোতে নিম্নোক্ত নতুন ইউনিট গঠন করা হয়েছে।
- এপিবিএন-এর কাঠামোতে ৪টি নতুন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ১২ এপিবিএন-(২০১৬ সাল), ১৩ এপিবিএন (এয়ারপোর্ট)-(২০১৮ সাল), ১৪ এপিএবন-(২০১৮ সাল) এবং ১৬ এপিবএন- (২০১৯ সাল) সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও ২টি সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন ২০১১ সালে সংযোজিত হয়েছে।
- সিআইডি'র কাঠামোতে সাইবার পুলিশ সেন্টার স্থাপন-(২০১৮ সাল)।
- র‍্যাবের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৩টি নতুন র‍্যাব ব্যাটালিয়ন সংযোজন (র‍্যাব-১৩ ব্যাটালিয়ন ও র‍্যাব-১৪ ব্যাটালিয়ন-২০১৩ সাল এবং র‍্যাব-১৫ ব্যাটালিয়ন-২০২১ সাল)।

থানা, তদন্তকেন্দ্র ও ফাঁড়ি স্থাপন:

- দেশে ৬৪টি নতুন থানা (১টি হাইওয়ে থানাসহ), ৯৭টি তদন্তকেন্দ্র এবং ১টি ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে।
- *MASS RAPID TRANSIT (MRT)* মেট্রোরেল নিরাপত্তার জন্য পৃথক ২৩১টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
- পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য ১৮ এপিবিএন, রাঙ্গামাটি গঠন করা হয়েছে এবং ৫২৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম:

- এসআই/সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণির পদ হতে ২য় শ্রেণিতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণির পদ হতে ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।
- ২টি অতিরিক্ত আইজি (গ্রেড-২) পদকে অতিরিক্ত আইজি (গ্রেড-১) পদে উন্নীত করা হয়েছে (২০১৩ সাল)।
- ২৫৩টি সিনিয়র এএসপি'র পদ বিলুপ্ত করে ২৫৩টি অতিরিক্ত এসপি'র পদ সৃজন করা হয়েছে (২০১৮ সাল)।
- ২১৫টি অতিরিক্ত এসপি'র পদ বিলুপ্ত করে ২১৫টি এসপি পদ সৃজন করা হয়েছে (২০২০ সাল)।
- ২০টি এসপি এবং ১৫৮টি এএসপি'র পদ বিলুপ্ত করে ৪টি অতিরিক্ত আইজি (গ্রেড-২), ১৮টি ডিআইজি, ৮৮টি অতিরিক্ত ডিআইজি, ২০টি এসপি এবং ৮৬টি অতিরিক্ত এসপিসহ মোট ১৭৮টি পদ সৃজন করা হয়েছে (২০২১ সাল)।
- আইজিপি র‍্যাংকব্যাজ উন্নীত করণ।
- ২০১২ সালে আইজিপি'র র‍্যাংক ব্যাজকে উন্নীত করে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত সম্মানকে আবারো ফিরিয়ে দিয়েছে বর্তমান সরকার।

পুলিশ সদস্যদের বীরত্ব, সাহসিকতা, সৃজনশীল ও প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি প্রদান:

বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের বীরত্ব, সাহসিকতা, সৃজনশীল উদ্ভাবনীমূলক ও প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর পুলিশ পদক (বিপিএম/পিপিএম/ বিপিএম-সেবা/ পিপিএম-সেবা) প্রদান করা হয়ে থাকে। পূর্বে পদকের সংখ্যা ছিল ৯০টি। পরবর্তীতে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. সরকারি আদেশ জারিকরণের মাধ্যমে পদক সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১১৫ তে উন্নীত করা হয়েছে।

লজিস্টিকস:

- বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের পোশাক সামগ্রী প্রাপ্যতা বর্ধিত করে আনুমানিক ৭১ (একাত্তর) টি আইটেম সংশোধন/সংযোজন করা হয়েছে।
- শীতকালে অতিরিক্ত একটি ফুলহাতা শার্ট প্রদান করা হয়।
- বাংলাদেশ পুলিশের অধীন র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিগত বছরে ০২টি হেলিকপ্টর ক্রয় করা হয়েছে। যা বর্তমানে জঙ্গিবাদ নির্মুলসহ অন্যান্য অপারেশনাল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় রাশিয়ার *JSC Helicopeters* হতে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য জন্য ক্রয় প্রক্রিয়াধীন দুটি *M1171A2* হেলিকপ্টার ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ বাংলাদেশ পুলিশে সংযুক্ত হবে।
- পুলিশ এয়ার উইং এর সদস্যদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ বিমান সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ বিমান

বিভিন্ন উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত পুলিশ র‍্যাকার

সক্ষমতা বৃদ্ধি:

- **যানবাহন:** বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক ২০০৯ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২,৭৬০ টি পিকআপ, ৫২৪ টি জীপ, ৩৫৪ টি ট্রাক, ১৩ টি এপিসি ও ১৭৮টি জলযানসহ অন্যান্য আধুনিক, যুগোপযোগী উন্নতমানের সর্বমোট ৪৭০০টি বিভিন্ন প্রকার যানবাহন এবং জলযান ক্রয়পূর্বক পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৭৬৩৪টি মোটরসাইকেল ক্রয়পূর্বক বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- **ইক্যুইপমেন্ট:** ২০০৯ সাল হতে ২০২৩ সালের অদ্যাবধি বাংলাদেশ পুলিশের নতুন নতুন ইউনিট গঠন, জনবল বৃদ্ধি, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে। জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিহতকরণসহ বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত জননিরাপত্তা সামগ্রীসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।

আর্মস অ্যান্ড অ্যামুনিশন:

- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র যুগোপযোগী করার জন্য মান প্রমিতকরণ করা হয়েছে। পূর্বে ব্যবহৃত .303 রাইফেলের পরিবর্তে বর্তমানে *7.62 mm Rifle* ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও পুলিশ সদস্যদেরকে বিদ্যমান অস্ত্র নীতিমালার ভিত্তিতে প্রাধিকার অনুযায়ী *7.62 mm/9mmPistol, 9 mm SMG, .45 inch SMG, 12 Bore Shot Gun, 38 mm Tear Gas Gun/Launcher* সহ প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সদস্যদের ব্যবহারের জন্য আধুনিক মানের ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ব্যক্তি নিরাপত্তার কাজে ব্যবহারের জন্য আধুনিক মানের ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রী (যেমন-*Bullet Proof vest (Level-4), Bullet Proof vest (Level-3A), Full Protection Jacket (Level-3A), Anti-Explosive Blanket, VIP Protection vest (Level-3A), Bullet Proof vest with Life Jacket, Ballistic Blanket, Bomb Disposal Suit, Ballistic Suitcase etc.)* ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হচ্ছে, যার ফলে পুলিশ বাহিনীর দৈনন্দিন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন অপারেশনাল কাজে দক্ষতা ও সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- *Tactical Belt* এর ক্রয় করত: বাংলাদেশ পুলিশ এর বিভিন্ন ইউনিটে সরবরাহ করা হচ্ছে। *Tactical Belt* ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ হ্যান্ডস-ফ্রি পুলিশিং এর সূচনা করেছে। *Tactical Belt* এ একাধিক সংযুক্ত পাউচ রয়েছে, যেখানে আর্মস, হ্যান্ডকাফ, ওয়ারলেস সেট, ট্রাফিক *POS* মেশিন, এক্সপ্যান্ডেবল ব্যাটন ইত্যাদি বহন করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশনাল কাজে নিয়োজিত সকল পুলিশ সদস্যগণ *Tactical Belt* ব্যবহার করছেন। এতদ্ব্যতীত, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের ব্যবহারের নিমিত্ত *UN SOP* অনুযায়ী বিভিন্ন মিশন থেকে প্রাপ্ত চাহিদার প্রেক্ষিতে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করা হচ্ছে।

ডিজিটালাইজেশন:

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবার মান উন্নয়নের সহায়ক বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটের নতুন সংস্করণ *www.police.gov.bd* চালু করা হয়েছে। ওয়েব সাইটের *Citizen Charter, Police Clearance Certificate* ও প্রবাসীগণ দেশে/বিদেশে অবস্থানকালে *Expatriate Help Line* এর মাধ্যমে পুলিশের কাছে সেবা চাইতে পারে। *Missing Vehicle* নামে ওয়েব সাইটে অন্য একটি মেনু রয়েছে যার মাধ্যমে চুরি/হারিয়ে যাওয়া গাড়ির তালিকা যাচাই করা যায়। *Crime Data Management System (CDMS)* সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অপরাধ ও অপরাধীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশের ১৩৫০টি অফিসে নিজস্ব ফাইবার নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ব্যাকবোন স্থাপন ও *VPN Configuration* এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে স্থাপিত, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য টায়ার-৩ *(Tier-III Compliant)* মানসম্পন্ন ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল পুলিশিং নিশ্চিতকল্পে উক্ত ডাটা সেন্টারে ১০৫ টি এ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক *Online Police Clearance Certificate System* সেবা চালু করা হয়। যেকোন নাগরিক অনলাইনে *Police Clearance Certificate* এর আবেদন করতে পারেন। *Online* এ আবেদনকৃত তথ্য যাচাই বাছাই শেষে দ্রুততম সময়ে *Police Clearance Certificate* প্রদান করা হয়।
- *E-Traffic Prosecution & Fine Payment System* সেবাটি চালু করা হয়েছে। অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জরিমানা পরিশোধ করার ফলে ট্রাফিক পুলিশের কাজে দক্ষতা, গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবার মান উন্নত হয়েছে। সেবাটি পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল জেলা/মেট্রোপলিটন এলাকায় চালু করা হচ্ছে।
- বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য *Citizen Information Management System (CIMS) Software* চালু করা হয়েছে।
- অপরাধ দমন ও উদঘাটন বিষয়ক পুলিশি কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিটসমূহে ওয়েববেইজড ভার্সন *Crime Data Management*

System (CDMS) নামে একটি সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে, যা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর ক্রাইম অ্যানালাইসিস শাখা হতে পরিচালনা করা হয়। সিডিএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে মামলার এফআইআর হতে শুরু করে তদন্তের ফলাফল পর্যন্ত সকল কার্যক্রম ডিজিটালভাবে সম্পাদন করা হয়।

- সিডিএমএস সফটওয়্যারের ২০০৯ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৬,২৬,৬৬৮টি মামলা এবং ১৯,২৩,৮০১ জনের গ্রেফতার সংক্রান্ত তথ্য সিডিএমএস সফটওয়্যারে সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সিডিএমএস সফটওয়্যারের ইউজার সংখ্যা ৩২,৪৬৭ জন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনলাইন জিডি (সিডিএমএস++) এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে গত ২১ জুন ২০২২ তারিখে সারা দেশে উদ্বোধন করেন। পুলিশি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে অনলাইন জিডি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। যার ফলে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে নাগরিকগণ ঘরে বসেই জিডি সংক্রান্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিক সেবা পাচ্ছেন। সাধারণ নাগরিকগণ কর্তৃক অনলাইন জিডির আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২১ জুন ২০২২ তারিখ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৪,৫৯,৪৮৩ টি জিডির আইনি সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশে বিদ্যমান *Personnel Information Management Software (PIMS)* এর আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী *PIMS* এর ১৯ টি *Module* ডেভেলপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশের সকল সদস্যের সকল প্রকার তথ্য চাকরিজীবীগণের শুরু থেকে *Retirement* এর পরেও হালনাগাদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।
- বাংলাদেশ পুলিশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ পুলিশ ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সিস্টেম টিকে *Piloting* এর জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে ও নির্বাচিত কয়েকটি ইউনিটে সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণভাবে চালু হলে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য একটি কার্যকর *ORP (Organization Resource Planning) System* গড়ে উঠবে।

নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সারাদেশে ১৪৯টি থানায় ৩.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। গত ১০ এপ্রিল ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলাদেশে একযোগে অনলাইনে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক উদ্বোধন করেন। এ ডেস্ক থেকে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে

বাংলাদেশ পুলিশের বাজেট বৃদ্ধিঃ

- গত ১৫ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার ফলে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট আনুমানিক ৪৩৩.২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও পুলিশের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৬৪টি নতুন অর্থনৈতিক কোড সৃজন করা হয়েছে।

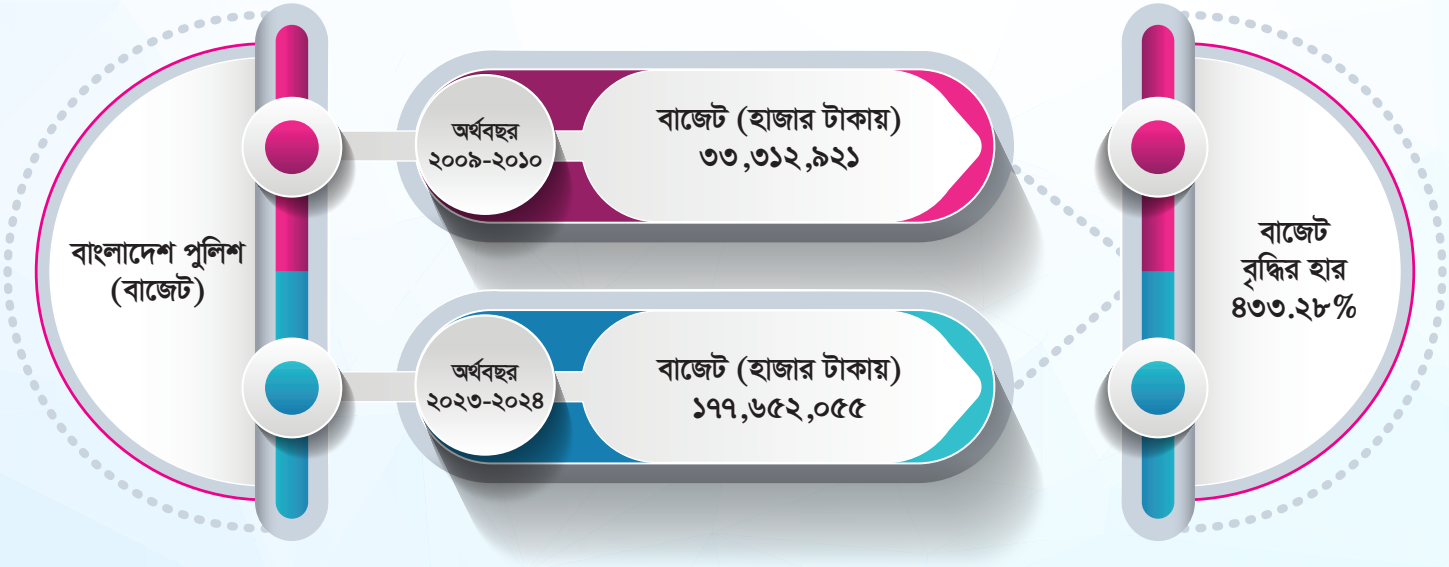

সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেনঃ

- নারীদের জন্য নিরাপদ সাইবার ওয়ার্ল্ড গড়ে তুলতে পুলিশ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন অ্যাপস চালু করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, জনগণকে সহজে পুলিশি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অবকাঠামো উন্নয়নঃ

- ডেভেলপমেন্ট ও বাস্তবায়ন-উন্নয়ন শাখা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের বিশাল কর্মযজ্ঞপূর্ণ একটি শাখা। বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অত্র শাখার প্রধান কাজ। পুলিশ সদস্যদের আবাসন ব্যবস্থা এবং দাপ্তরিক ও অন্যান্য কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য থানা, তদন্ত কেন্দ্র, আউট পোস্ট, অস্ত্রাগার, ট্রেনিং স্কুল, পুলিশ লাইন্স ইত্যাদি নির্মাণ, যানবাহন ক্রয়, হাসপাতাল নির্মাণ ও আধুনিকায়নসহ নানাবিধ কর্মকান্ড এ শাখা কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র অর্থায়নে পুলিশ বিভাগের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পসমূহ সাধারণত নিম্নোক্ত ক্যাটাগরির যেমন-১) দাপ্তরিক অবকাঠামো ২) প্রশিক্ষণ অবকাঠামো ৩) আবাসন অবকাঠামো ৪) আভিযানিক সক্ষমতা ৫) চিকিৎসা সুবিধা ৬) ক্রীড়া সংক্রান্ত অবকাঠামো ও ৭) বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প।

২০০৯ সাল হতে অদ্যবধি বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য, চলমান ও পরিকল্পনাধীন কার্যক্রম:

প্রকল্প	সংখ্যা	ব্যয়
প্রস্তাবিত প্রকল্প	১২ টি	৬৩৫৬.১১ কোটি টাকা (প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয়)
চলমান প্রকল্প	১১ টি	৫৬১১.৩৯ কোটি টাকা (অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়)
সমাপ্ত প্রকল্প	৩৪ টি	

এডিপি বরাদ্দের হার বৃদ্ধি

অর্থবছর	বাজেট
২০০৯-১০	৭৮.১২ কোটি টাকা
২০২৩-২৪	১১২৭.৭৪ কোটি টাকা

এডিপি বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জন

অর্থবছর	এডিপি'তে বরাদ্দ	ব্যয়
২০০৯-২০১০	৭৮.১২ কোটি	৭২.৮০ কোটি
২০২২-২০২৩	৭৩৭.২২ কোটি	৭০০.৬৩ কোটি

দেশজুড়ে নবনির্মিত ২১১টি থানা ভবন

২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও নির্মাণাধীন ভবন ও অবকাঠামো এবং ক্রয়কৃত যানবাহনের পরিসংখ্যান:

- ২১১টি থানা ভবন
- ২২টি ব্যারাক
- ৬০টি তদন্ত কেন্দ্র
- ১৯টি অস্ত্রাগার ভবন
- ০৯টি পুলিশ সুপারের কার্যালয়
- ৪৫টি পুলিশ সুপারের কার্যালয় সম্প্রসারণ
- ২৪টি সার্কেল এএসপি অফিস-কাম বাসভবন
- ৫০টি হাইওয়ে আউটপোস্ট
- ১৯টি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি
- ১৩টি ডরমিটরি
- ৬টি মসজিদ ভবন নির্মাণাধীন
- ৩৭টি আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান
- ২৯১৪টি যানবাহন ক্রয়
- ৫টি প্রশাসনিক ভবন
- ৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স
- ৬টি ট্রেনিং সেন্টারের আধুনিকায়ন/উন্নয়ন
- ১টি আইটি সেন্টার স্থাপন
- ১টি সাইবার ক্রাইম সেন্টার স্থাপন
- ১টি ট্রেনিং স্কুল
- ৬টি পুলিশ লাইনস্ নির্মাণ কাজ চলমান
- ৬টি মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণাধীন
- ৯৫টি মডেল থানা ভবন

দেশজুড়ে ২০টি পুলিশ হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।
এর মধ্যে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি, ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ৫টি, ৭৫ শয্যাবিশিষ্ট ১টি
এবং ২০ শয্যাবিশিষ্ট ১৩টি

পুলিশ হাসপাতালে বহিঃবিভাগে চিকিৎসা প্রদান

২টি অত্যাধুনিক ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে

১টি অত্যাধুনিক ডিএনএ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে

রিপেয়ার অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স:

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৯৫৬টি মেরামত প্রকল্প ৯৩.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮৫১টি মেরামত প্রকল্প ৮৭.০৯ কোটি টাকা করে, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫২৮টি মেরামত প্রকল্পে ৭৩.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০৮২ টি মেরামত প্রকল্পে ৮৯.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫৮৬টি মেরামত প্রকল্প ৯৪.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ০৫ অর্থবছরে মোট ৯,০০৩টি মেরামত প্রকল্প ৪৩৮.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের ৫০টি থানার হাজতখানা আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং এই ধারা চলমান রয়েছে। ২০১৮ সাল হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলসহ বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন থানার প্রায় ২০০টি ক্যাম্প আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন বহুতল ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনায় প্রায় ৭,০০০টি ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপন/রিফিল করে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ পুলিশের হাসপাতালসমূহ মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে, যা চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের কেন্দ্রীয় হাসপাতালসহ সকল বিভাগীয় হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

রেশন সুবিধা:

- ইতোপূর্বে ৬০% রেশন সুবিধার পরিবর্তে ২০০৯ খ্রি: হতে রেশন নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সকল সদস্যের সমহারে ১০০% রেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

পেনশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সংক্রান্ত:

- বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মচারী মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত) অনুযায়ী বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোনো সরকারি কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের সদস্য ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা ও গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রাপ্য হবেন।

বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটসমূহের সাফল্য:

- **এন্টি টেররিজম ইউনিট:** ২০১৭ সালে এন্টি টেররিজম ইউনিট গঠনের ফলে বৈশ্বিক সমস্যা জঙ্গিবাদকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বাংলাদেশ পুলিশ। এন্টি টেররিজম ইউনিট ও সিটিটিসির সাহসী কার্যক্রমের ফলে দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা, অপরাধ, জঙ্গি ও উগ্রপন্থা নিয়ন্ত্রণে এন্টি টেররিজম ইউনিটের ইন্টেলিজেন্স উইং এ পর্যন্ত ৭৪টি অভিযান, ৩১ টি মামলা রুজু, ১০০ জন জঙ্গি আসামি এবং ১৫ জন্য অন্যান্য আসামীসহ সর্বমোট ১১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
- **শিল্পাঞ্চল পুলিশ গঠন:** বর্তমান সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় ২০১০ সালে শিল্পাঞ্চল পুলিশ গঠনের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে শৃঙ্খলা নিশ্চিতসহ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে সরাসরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সফল হয়েছে। শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল অবস্থা বজায় থাকার কারণে যেখানে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দেশে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ছিল ১৬,২০৪.৬৫ বিলিয়ন ডলার সেখানে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল অবস্থা ও সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশ বজায় থাকার কারণে রপ্তানী আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৫৫,৫৫৮.৭৭ বিলিয়ন ডলার।
- **ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠন:** 'পর্যটকদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত বাংলাদেশের মনোরম প্রাকৃতিক বৈচিত্রমন্ডিত পরিবেশ' এই ভিশন নিয়ে ২০১৩ সালে ট্যুরিস্ট পুলিশ নামে বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠিত হয়।

ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি):

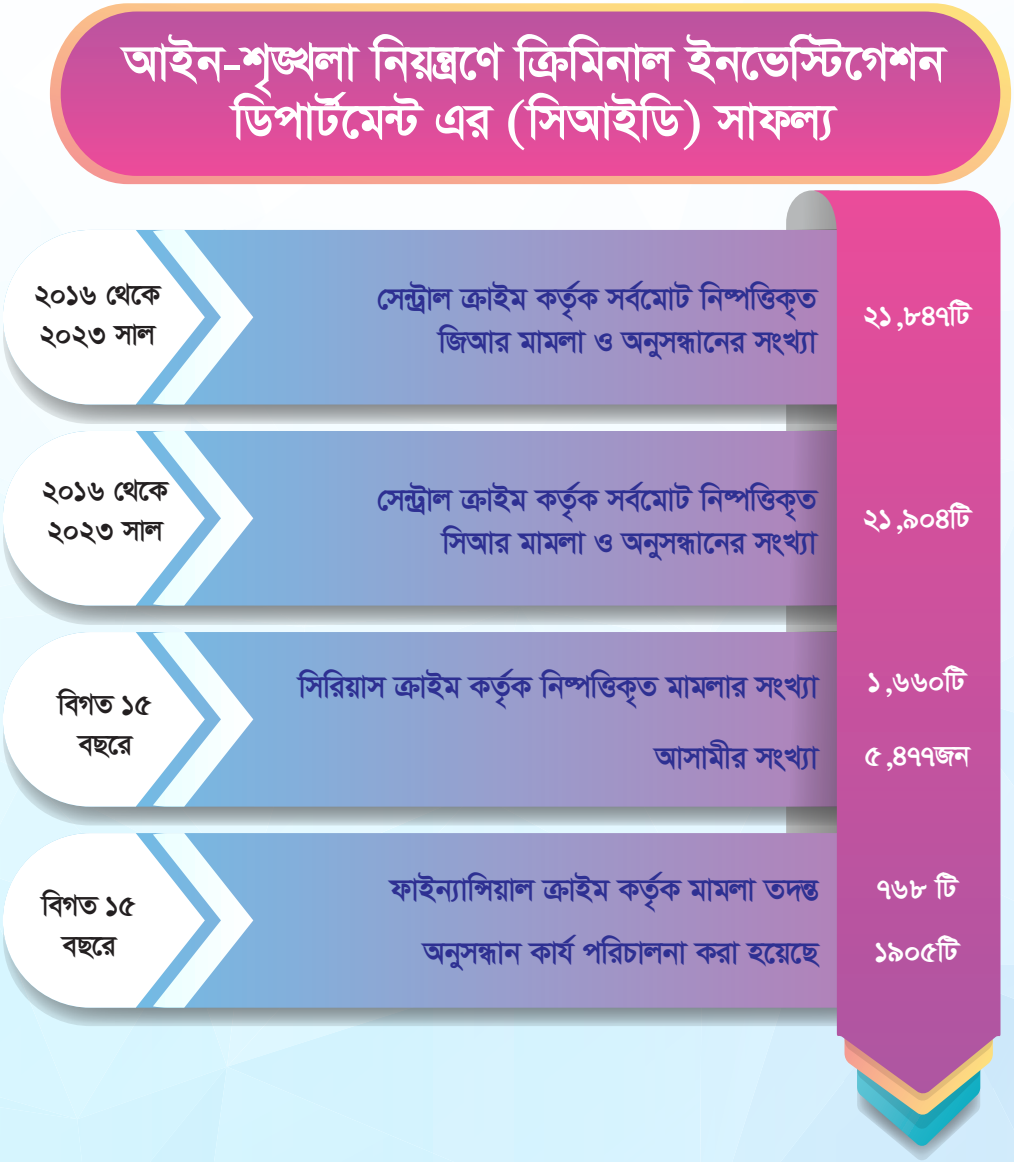

- **সক্ষমতা বৃদ্ধি :** সাইবার পুলিশ সেন্টার *(CPC)* প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন *(CIC)* ও সাইবার ট্রেনিং সেন্টার *(CTC)* এর কার্যক্রম চালু করা হয়েছেন ও *VFAN (Verification of Finger print with AFIS & NID) Software* নির্বাচন কমিশনের *NID* ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে ডাটাবেজ হতে নির্ভুলভাবে ব্যক্তি শনাক্তকরা কার্যক্রম চালু হয়েছে।

রিসার্চ, ইনোভেশন অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাকটিস:

গত ২০০৯ সাল হতে অদ্যবধি 'রিসার্চ, ইনোভেশন অ্যান্ড বেস্ট প্রাকটিস শাখার (আইন/বিধি/প্রবিধি) সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯ খ্রি. সালে প্রকাশিত)
- বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯ খ্রি. সালে প্রকাশিত)
- হাইওয়ে পুলিশ বিধিমালা, ২০০৯ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, রবিবার, ডিসেম্বর ২৭, ২০০৯ খ্রি. সালে প্রকাশিত)
- পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বিধিমালা, ২০১৬ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, মঙ্গলবার, জানুয়ারি ৫, ২০১৬ ইং সালে প্রকাশিত)
- শিল্পাঞ্চল পুলিশ বিধিমালা, ২০১৭ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, জুন ১৫, ২০১৭ এ প্রকাশিত)
- গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ এ প্রকাশিত)
- রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯ এপ্রিল, ২০১৮ এ প্রকাশিত)
- এন্টি টেররিজম ইউনিট বিধিমালা, ২০১৯ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ এ প্রকাশিত)
- নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, মঙ্গলবার, মার্চ ১০, ২০২০ এ প্রকাশিত)
- ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বুধবার, জুন ৩, ২০২০ এ প্রকাশিত)
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭০(১) (টেলিফোনে বিরক্ত করা দন্ড) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত (এস.আর.ও. নং-২৪৬-আইন/২০২১ মুলে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, জুলাই ১, ২০২১ এ প্রকাশিত)
- বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) এবং পুলিশ সার্জেন্ট নিয়োগ পদ্ধতি যুগোপযোগীকরণের নিমিত্ত পিআরবি, ১৯৪৩ এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধান সংশোধনকরণ সংক্রান্ত (এস.আর.ও. নং-২৭১ আইন/২০২১ মূলে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সংক্রান্তে ১০ আগস্ট ২০২১ এ প্রকাশিত)
- ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগ পদ্ধতি সংক্রান্ত পিআরবি, ১৯৪৩ এর ১ম খন্ডের প্রবিধান ৭৪৬ সংশোধন সংক্রান্ত (এস.আর.ও. নং-২৭২ আইন/২০২১ মূলে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সংক্রান্তে ১০ আগস্ট ২০২১ এ প্রকাশিত)
- ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (অধঃস্তন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০০৬ এর বিধি ১৬(১) সংশোধন সংক্রান্ত। (এস.আর.ও. নং-১০২ আইন/২০২৩ মূলে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, সংক্রান্তে ২১ মে ২০২৩ এ প্রকাশিত)।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রণীত নির্দেশিকাসমূহ:

ক্রমিক	বিষয়
১	বাংলাদেশ পুলিশ জেন্ডার নির্দেশিকা ২০২২
২	অপরাধ তদন্ত নির্দেশিকা
৩	পরিদর্শন নির্দেশিকা
৪	গবেষণা নীতিমালা' ২০১৮

নিজস্ব গবেষক দল কর্তৃক যে সকল গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে:

ক্রমিক	বিষয়
১	পুলিশ সদস্যদের সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি: একটি বিশ্লেষণ
২	কক্সবাজার জেলা পুলিশে দায়িত্ব পালন: সমস্যা, উত্তরণ ও সম্ভাবনা
৩	মিথ্যা মামলার আসামী খালাস: একটি বিশ্লেষণ
৪	পুলিশ সদস্যদের আত্মহত্যা; একযুগের ঘটনা বিশ্লেষণ

গবেষণা শিরোনাম:

- (অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪) ০৯টি, (অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫) ১৪টি, (অর্থ বছর: ২০১৫-২০১৬) ১৫টি, (অর্থ বছর: ২০১৬-২০১৭) ১৯টি, (অর্থ বছর: ২০১৭-২০১৮) ১৫টি, (অর্থ বছর: ২০১৮-২০১৯) ১২টি, (অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০) ০১টি, (অর্থ বছর: ২০২০-২০২১) ০৬টি, (অর্থ বছর: ২০২১-২০২২) ০৪টি, (অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩) ১৩টি এবং (অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪) ১৪টি প্রকাশিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য *(SDG's)* সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- *SDG*-তে ০৪ টি সূচকের *[3.4.2 Suicide mortality rate (per 100,000 population), 3.6.1 Death Rate due to road injuries (per 100,000 population), 16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100,000 population by sex and age, 16.1.2 Conflict- related deaths per 100,000 population, by sex, age and cause 16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100,000 population by sex, age and form of exploitation. 16.4.2 Proportion of seized, found or surrendered arms whose illicit origin or context has been traced or established by a competent authority in line with international instruments.]* বিপরীতে বাংলাদেশ পুলিশ তথ্য প্রদান করে থাকে এবং ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত এসডিজির তথ্য ট্র্যাকারে আপডেট করা হয়েছে।

* জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে একযুগে প্রেরিত সদস্য সংখ্যা-১৫,৯০৮ জন;
* জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী নারী পুলিশ সদস্য সংখ্যা-১৮০০ জন:
* জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন প্রেরণের লক্ষ্যে মিশনে ল্যাংগুয়েজ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা-১৯১৬ জন;
* *Formed Police Unit*-এর মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ-৩০৫৯,০৫,৩৫,৬০৬.৪৪/- (তিন হাজার ঊনষাট কোটি পাঁচলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত ছয় টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা)।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি সংক্রান্ত:

- *NCB-Dhaka* এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় *INTERPOL* সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি লেঃ কর্ণেল (অব্যাহতি) এ. এম রাশেদ চৌধুরী এর আমেরিকাতে অবস্থান এবং আসামি লেঃ কর্ণেল (অব্যাহতি) এস. এইচ. এম. বি নূর চৌধুরীর কানাডাতে অবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের মধ্যে লেঃ কর্ণেল (অব্যাহতি) শরিফুল হক ডালিম, আসামি রিসালদার মোসলে-উদ্দিন (অবঃ) এবং লেঃ কর্ণেল (বরখাস্ত) আব্দুল রশীদ এর অবস্থান নিশ্চিতকরণের জন্য *INTERPPOL* সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

রেডনোটিশ জারী ও আসামিকে বাংলাদেশে ফেরত আনা সংক্রান্ত:

- *NCB-Dhaka* এর মাধ্যমে সর্বমোট ৬৫ জন পলাতক আসামির বিরুদ্ধে *Red Notice* জারি রয়েছে। এছাড়াও ১৫ জন রেড নোটিশধারী, ১ জন শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং *Transfer of Sentenced Person's (TSP)* এর আওতায় ৩ জন কারাভোগরত আসামিকে বাংলাদেশে ফেরত এনে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার:

- মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশকে প্রদান করা হয়েছে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১, পলওয়েল-কে জাতীয় সমবায় পদক ২০১৯, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নৌ পুলিশকে জাতীয় মৎস্য পদক ২০২১ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতিসংঘের অধীনে *World Summit on the Information Society (WSIS) Prize-2018* তে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক উন্নয়নমূলক *Police Clearance Management System* সেবাটি ডিজিটাল সেবা ক্যাটাগরিতে *WSIS Prize-2018* অর্জন করে।
- পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটে ডিজিটাল সিগনেচার সংযুক্ত করার মাধ্যমে পেপারলেস সার্টিফিকেট প্রদানের মতো ইনোভেটিভ আইডিয়া চালু করায় বাংলাদেশ পুলিশকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে 'স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২৩' পুরস্কার প্রদান।

বিশেষ ভাতা প্রদান:

- পুলিশ বিভাগে কর্মরত ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের জন্য বাৎসরিক বিশেষ ভাতা চালু করা হয়। ২০১৮ হতে ০১ (এক) মাসের সমপরিমাণ অর্থ প্রতি অর্থবছরের শেষ মাসে বিশেষ ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক মূল বেতনের ৭০% হারে ঝুঁকি ভাতা প্রদান (২০১১ সাল)
- বীরত্বপূর্ণ/সাহসিকতার জন্য পদকপ্রাপ্তদের আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছে (২০১২ সাল)
- বাংলাদেশ পুলিশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মৌলিক প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত পরীক্ষার, বিভাগীয় পদোন্নতি পরীক্ষার, মাঠ বিষয়ক পরীক্ষার ও পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত নিয়োগ পরীক্ষার পরীক্ষকগণের ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে (২০১৯ সাল)
- বহিরাগত ক্যাডেট এসআই ও টিআরসিদের মাসিক খোরাকী/রেশন ভাতা এবং ইর্ন্টানি/শিক্ষানবিশ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের পথ্যের হার ১৫০/- টাকা হতে ১৭৫/- টাকায় উন্নীত করা হয়।

বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ:

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্মারক সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স এ প্রায় ২১ (একুশ) কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর দৃষ্টিনন্দন "বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর" নির্মাণ করা হয়েছে যা গত ২০১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি।

উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন

বর্তমান সরকার ২০০৮ সালে সরকার গঠনের পরে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শুধুমাত্র নারী পুলিশদের নিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ২০০৯ সালে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ২০১০ সালে স্বতন্ত্র ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের কাজের পরিধি আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন। নারী পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের সমন্বয়ে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় নারীদের ক্ষমতায়ন, নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ৫০টি থানার নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত স্পর্শকাতর মামলাগুলো এ ডিভিশনের নারী তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ নিবিড়ভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তদন্ত করে থাকেন। ২০২০ সালে এ ডিভিশনে সংযোজিত কুইক রেসপন্স টিম এবং হটলাইন ০১৩২০-০৪২০৫৫ নাম্বার এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে। এই কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) হট লাইনের মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্তির দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থল থেকে ভিকটিম উদ্ধারপূর্বক চিকিৎসা সেবা, আইনি সহায়তাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করে থাকে। উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে থাকে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এর কার্যক্রম

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার

উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু ভিকটিমদেরকে সাময়িক আশ্রয় প্রদান করে থাকে। যেমন- ডিএমপি'র ৫০টি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী/২০০৩) এ রুজুকৃত মামলার ভিকটিম, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পরিবার থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন বয়সের নারী ও শিশু, বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক আদেশকৃত ভিকটিম এবং পারিবারিক সমস্যাসহ পিবিআই, সিআইডি এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের ভিকটিমগণ। এ সমস্ত ভিকটিমদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আবাসন, খাদ্য, পোশাক, খেলাধুলা, মেডিয়েশন ও বিনোদনের ব্যবস্থা করাসহ ১০টি সহযোগী এনজিওর সাথে অনন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভিকটিমের চিকিৎসা, কাউন্সেলিং, পুনর্বাসন এবং আইনী সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০০৯ থেকে নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৭৩০২ জন ভিকটিমকে এ ডিভিশনের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে রেখে সেবা প্রদান করা হয়েছে। সেবা প্রাপ্তদের মধ্যে ২৩৮৬ জন ভিকটিমকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর, ১৮৯৮ জনকে এনজিও তে হস্তান্তর এবং ২৬৩৯ জনকে আদালতের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বাকি ৩৭৯ জনকে নিজ হেফাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

তদন্ত ইউনিট

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৫০ টি থানায় রুজুকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী/২০০৩) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনসহ চাঞ্চল্যকর এবং অন্যান্য স্পর্শকাতর মামলাগুলো এ ডিভিশনের নারী তদন্তকারী কর্মকর্তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে তদন্ত করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি (২০১১ খ্রিঃ থেকে ২০২৩ খ্রিঃ) পর্যন্ত অত্র ডিভিশনে গৃহীত মামলার সংখ্যা ৪০৯৭ টি। এর মধ্যে মোট ৪০১৭ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে; যার মধ্যে ২৬৮৪ টি মামলার অভিযোগপত্র, ১৩৩৩ টি মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৮০ টি মামলা তদন্তাধীন আছে।

কুইক রেসপন্স টিম

পৃথক গাড়ী এবং জনবল বরাদ্দের মাধ্যমে ২০২০ সালে উদ্বোধনের পর থেকে কুইক রেসপন্স টিম *(QRT)* ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের উদ্ধারসহ সকল সেবা নিশ্চিত করতে ২৪ ঘন্টায়ই প্রস্তুত। কুইক রেসপন্স টিম উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের উদ্ধার করে নিরাপদ হেফাজতে পৌঁছে দেয়া সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা যেমন-চিকিৎসা, কাউন্সেলিং এবং আইনী পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

হটলাইন সেবা কার্যক্রম

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং মুজিববর্ষের অঙ্গীকার বাস্তবায়নকল্পে অত্র ডিভিশন এর হটলাইন নম্বর ০১৩২০-০৪২০৫৫ -এ রিসিভকৃত অভিযোগের বিষয়গুলোর পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে ২৪ ঘন্টা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সেবা চালুর পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৫০ টি অভিযোগ গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অনলাইন সেবা কার্যক্রম

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে সমাজে সকল স্তরের মানুষ বিপথগামী হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই স্কুল,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবী নারীরা সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ঝামেলা এড়ানোর জন্য তারা জিডি বা মামলা করতে চাননা। সে সমস্ত নারীদের জন্য এ ডিভিশনের সরকারি ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেইজ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। অভিযোগগুলো অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সমাধানের চেষ্টা করে থাকে এ ডিভিশন এবং এক্ষেত্রেও ভিকটিমের গোপনীয়তা শতভাগ বজায় রাখা হয়।

পারিবারিক বিরোধ মীমাংসা কার্যক্রম

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ২৫৬৩টি পারিবারিক বিরোধ মীমাংসা করা হয়েছে। উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনে পারিবারিক মীমাংসা ডেস্কে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির নারীদের পারিবারিক সমস্যা নিয়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত নারীরা পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্রে মামলার মতো কঠোর ব্যবস্থা নিতে চায় না সেসকল নারীরা পারিবারিক বিরোধ মীমাংসা ডেস্কে বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। উক্ত ডেস্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারগণ আন্তরিকভাবে পারিবারিক বিরোধ মীমাংসা করে থাকে।

ছাদবাগান

বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব পড়েছে জনবহুল শহর ঢাকাতেও। ঢাকা শহরের ব্যাপক জনসংখ্যার আবাসন নিশ্চিত করতে সবুজ এলাকা হয়েছে সংকুচিত। ছাদবাগান সেক্ষেত্রে নগরবাসীদের জন্য আরবান হিট আইল্যান্ডকে একটি গ্রীন বেল্টে পরিণত করতে পারে। এমনই একটি উদ্দেশ্য নিয়ে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের এ সময়ে বর্তমান সরকারের এসডিজি এর ১৩নং গোলের সালে একাত্মতা পোষণ করে একটি আধুনিক পরিবেশবান্ধব কর্মস্থল বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ অফিসের ছাদে একটি মনোরম ছাদবাগান গড়ে তোলা হয়েছে। যা জাতীয় স্বীকৃতি স্বরুপ "বৃক্ষরোপনে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২১" অর্জন করে। বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল ইউনিটের মধ্যে ডিএমপি প্রথম এ পুরস্কার অর্জন করেছে।

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত। আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি ও কারিগরি সরঞ্জামাদি সংযোজন করে বিগত ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৩০টি লাইনে ১০০ জনবলের মাধ্যমে জাতীয় জরুরি সেবার কার্যক্রম শুরু করে। উক্ত সেন্টারটি শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়। পরবর্তীতে সার্ভিস সেন্টারটি সম্প্রসারণ করে ১০০টি লাইনে প্রায় ৪৫০ জন বাংলাদেশ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সমন্বয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের জনগণের জরুরি সেবা সফলতার সাথে প্রদান করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এর নির্দেশে ৮ই অক্টোবর ২০১৭ তারিখে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচালিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ পুলিশকে হস্তান্তর করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান. এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি, সিনিয়র সচিব জননিরাপত্তা বিভাগ এবং তৎকালীন পুলিশ মহাপরিদর্শক একেএম শহিদুল হক সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ২৬ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উক্ত হস্তান্তর অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। এই আলোকে বিটিআরসি বাংলাদেশ পুলিশকে তাদের ব্যবহৃত ১০০ শর্টকোড এর পরিবর্তে ৯৯৯ শর্টকোড বরাদ্দ দেয়।

৯৯৯ শর্টকোড উদ্বোধন

৯৯৯ শর্টকোড পরিদর্শন

কল পরিসংখ্যান

১২ ডিসেম্বর ২০১৭ ইং তরিখ উদ্বোধনের পর থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২৩ ইং পর্যন্ত জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ সর্বমোট

কল রিসিভড	৫,০৫,৯৯,৫১৬টি
কলের বিপরীতে সেবা প্রদান	২,১৩,৬৫,৬৬৩টি

জরুরি সেবা প্রত্যাশী ১৪,৯৪,৬৩৪ টি জরুরি কলে সাড়া দিয়ে পুলিশ, ফায়ার এবং এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করে।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)

"র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন" (র‍্যাব) বর্তমান উন্নয়নশীল বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নির্ভরতার প্রতীক। নিজ কর্মধারায় উজ্জীবিত হয়ে অর্জন করেছে দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আস্থায় সিক্ত একমাত্র "এলিট ফোর্সের" উপাধি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিজ কার্যে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, সততা, নিরপেক্ষতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে এই এলিট ফোর্স। আভিযানিক কার্যক্রম, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ র‍্যাবকে দিয়েছে আধুনিক ও অভিজাত বাহিনীর উপমা। তথা ২০০৪ সাল ও তার পূর্ববর্তী সময়ে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছা ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডসহ সমাজ বিনষ্টকারী নানাবিধ অপরাধ তৎপরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালের ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে "এলিট ফোর্স" র‍্যাব এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে র‍্যাব সদর দপ্তরসহ সারাদেশে মোট ১৫টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে স্বগৌরবে র‍্যাব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দায়িত্ব পালন করছে।

দেশের উন্নয়নে র‍্যাবের কার্যক্রমের প্রভাবঃ

ক্রমিক	অভিযানের বিবরণ	অপরাধীর পরিসংখ্যান
০১	সন্ত্রাসী গ্রেফতার	২,৮৬,০১৬ জন
০২	জঙ্গিবাদ নির্মূল	২,৫৫৪ জন
০৩	জলদস্যু/বনদস্যু আত্মসমর্পণ	৪০৫ জন
০৪	সর্বহারা/চরমপন্থী আত্মসমর্পণ	৩১৪ জন
০৫	অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক উদ্ধার ও আসামী গ্রেপ্তার	১৪,৪১৯টি অস্ত্র ও ২,০৪,৮৯৪ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার এবং গ্রেপ্তার ৯,৮৫৩ জন
০৬	মাদক বিরোধী অভিযান	১,২৯,৭৬০ জন
০৭	অবৈধ ক্যাসিনো বিরোধী বিশেষ অভিযান	২৩৬ জন
০৮	কিশোর গ্যাং রোধ	১,৩২৭ জন
০৯	ভিকটিম উদ্ধার	১,৭৮০ জন

র‍্যাবের অভিযানে মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও ঢাকা হতে ভূ-মধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে মানব পাচারের আন্তর্জাতিক চক্রের বাংলাদেশি এজেন্ট "রুবেল সিন্ডিকেট" এর প্রধান সমন্বয়ক "ইউরো আশিক"সহ ০৭ সদস্য গ্রেপ্তার

র‍্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মহড়া অনুশীলন

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা প্রদান

র‍্যাব ফোর্সেস সাধারণত স্বতন্ত্রভাবে নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও সর্বাত্মকভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত সহায়তার বিবরণ দেয়া হলোঃ

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য ভিভিআইপির বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এসএসএফ ও পিজিআর এর সাথে নিরাপত্তা প্রদান করার পাশাপাশি র‍্যাবের বোম্ব ও ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করে সুইপিং এর মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে র‍্যাব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক আহুত হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সহিংস এবং ধ্বংসাত্মক কোন কর্মকান্ড যাতে না ঘটে সে জন্য সদা তৎপর।
- জাতির পিতার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বিশ্ব ইজতেমা, থার্টিফার্স্ট নাইট, বড়দিন, বিভিন্ন ঈদ ও পূজাসহ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল আচার অনুষ্ঠানে অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে র‍্যাবও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।

বোম্ব ও ডগ স্কোয়াড সুইপিং

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী’ হিসেবে খ্যাত ২২৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবি’র রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা এ বাহিনীর অনুপ্রেরণার উৎস। ২০০৯ সালে সংঘটিত বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের পর বাহিনী পুনর্গঠিত হয়। ২০১০ সালের ০৮ ডিসেম্বর মহান জাতীয় সংসদে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০ পাশ হয়, যা ২০ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। গত ২৬ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নতুন পতাকা উত্তোলন এবং মনোগ্রাম উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এ বাহিনীর নতুন পথচলা শুরু হয়। সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের ফলে বিগত ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত) এ বাহিনীর শৃঙ্খলা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়ে বিজিবি আজ জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে পরিণত হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ক্রমবিকাশ

২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অর্জন

চোরাচালান প্রতিরোধ

সীমান্ত এলাকা দিয়ে মাদকদ্রব্য অনুপ্রবেশ বন্ধে সরকারের দিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যাপক তল্লাশী এবং নজরদারি বৃদ্ধির ফলে গত ১৫ বছরের বিজিবি'র অভিযানে ৪,৪৬,৯৯০ টি মামলা দায়ের এবং ৩৬,৩১১ জন ধৃত আসামীকে আটকসহ সর্বমোট ১২,৫৯২ কোটি ৫০ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৮২ টাকা মূল্যের অবৈধ চোরাচালানী মালামাল আটক করা হয়েছে।

স্বর্ণ উদ্ধার

স্বর্ণ উদ্ধার
৯৩৩ কেজি ৫৮৩ গ্রাম

স্বর্ণ পাচারকারী আটক
৩৭৮ জন

মাদকদ্রব্য উদ্ধার

মাদকদ্রব্যের ধরণ	পরিমাণ
ইয়াবা	১১,২৬,০৩,৩৭২ পিস
ফেনসিডিল	৬২,৮২,৯৪২ বোতল
হেরোইন	৮১২ কেজি ১২৯ গ্রাম
বিদেশী মদ	২৪,৩৬,৩০৪ বোতল
বিয়ার	৫,৩২,২৭৭ বোতল
গাঁজা	২,৪১,৯২৬ কেজি
ইনজেকশন	৫,৩১,১১০ টি
ক্রিস্টাল মেথ	১৯২ কেজি ৫০৯ গ্রাম

অস্ত্র উদ্ধার

অস্ত্রের ধরণ	পরিমাণ
এসএমজি	০১টি
রাইফেল	১৬টি
রিভলবার	৬৯ টি
পিস্তল	৬০৯ টি
গান	৬৮০ টি
গুলি	২৩,৯২৭ রাউন্ড
ম্যাগাজিন	৫৪২ টি
গান পাউডার	২,৭৮০ কেজি

মানবপাচার প্রতিরোধ

পাচারকারীর ধরণ	সংখ্যা
উদ্ধারকৃত পুরুষ	৪,৪৯৯ জন
উদ্ধারকৃত নারী	৪,৪৯১ জন
উদ্ধারকৃত শিশু	১,৮০৬ জন
আটককৃত পাচারকারী	১৫০ জন

মানবপাচার সংক্রান্ত ৩,৫৭৭ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে

বর্ডার সার্ভিল্যান্স ও রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন

বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩২৮ কিঃ মিঃ স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করে 'বর্ডার সার্ভিল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম' স্থাপনা সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও টেকনাফ এবং কক্সবাজার সীমান্তে ৫৫ কিঃ মিঃ, নওগাঁ জেলার হাঁপানিয়া-করমুডাংগা সীমান্তে ১০ কিঃ মিঃ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাসুদপুর-জহুরপুরটেক সীমান্ত পর্যন্ত ১৫ কিঃ মিঃ সর্বমোট ৮০ কিঃ মিঃ এলাকায় বর্ডার সার্ভিল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।

বিজিবি'র নিজস্ব মেইল সার্ভার Rack

দৈনন্দিন দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজকে সহজ করার লক্ষে বিজিবি'র নিজস্ব মেইল সার্ভার, এ্যাক্টিভ ডিরেক্টরী ও এক্সচেঞ্জ মেইল সার্ভারসহ অন্যান্য সার্ভার Rack বেজড হতে HCI (Hyper Converged Infrastructure) এ Upgradation করায় বিজিবি'র সকল অনলাইন অটোমেটিক কার্যক্রম অনেক বেগবান ও সুরক্ষিত হয়েছে।

সীমান্তে বিজিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নজরদারী জোরদার করার জন্য ২৪৫ টি নতুন বিওপি সৃজন এবং সীমান্ত হতে অধিক দূরত্বে স্থাপিত ১২৩ টি বিওপি সীমান্তের সন্নিকটে স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও বিগত ১৫ বছরে নতুনভাবে ১৫৯ টি বিওপি সৃজন করা হয়েছে। ২৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জে ৬২বিজিবি ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের কার্যক্রম চলমান

অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে সীমান্ত সুরক্ষা:

ভারত ও মায়ানমার এর মধ্যে ৫৩৯ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪১২.৫ কিঃমিঃ সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারিতে আনা হয়েছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত এলাকায় ২০টি বিওপি এবং সুন্দরবন এলাকায় ০২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে অবশিষ্ট অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষার কার্যক্রম চলমান।

রেলওয়ে প্রকল্পের অনিষ্পন্ন কাজ সম্পন্নকরণ:

লাকসাম-আখাউড়া রেলওয়ে প্রকল্পের ২টি স্থান (কসবা ও সালদানদী স্টেশন) সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে হওয়ায় ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ হতে উভয় দেশের মধ্যে অমীমাংসিত যা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিজিবি'র উদ্যোগ ও সমন্বয় সর্বক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তীতে গত ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লাকসাম-আখাউড়া ৭২ কিলোমিটার ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ:

দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহমান ফেনী নদীর ১৯টি স্থানে তীর সংরক্ষণমূলক কাজ উভয় দেশের মধ্যে অমীমাংসিত ছিল। বিএসএফ এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কূটনৈতিক পর্যায়ে অব্যাহত যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৬ মার্চ ২০২৩ তারিখ ফেনী নদীর ১০টি স্থানের তীর সংরক্ষণমূলক কাজ সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে চলমান রয়েছে।

এরিয়াল মাস্ট টাওয়ার স্থাপন:

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক বর্ডার অবজারভেশন পোস্টে নতুন করে এরিয়াল মাস্ট টাওয়ার স্থাপন করায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হয়েছে। ফলে বিজিবি সদস্যদের চোরাচালান ও অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ভি-স্যাট প্রযুক্তি:

দুর্গম পার্বত্য এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক বিহীন প্রত্যন্ত বিওপি'তে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ভি-স্যাট প্রযুক্তির মাধ্যমে কর্মরত বিজিবি সদস্যগণ তাদের পরিবারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট সেবা এবং টেলিফোন সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

BGB এ্যাপ্লিকেশন এবং *IDIM* সফটওয়্যার:

Report to BGB এ্যাপের মাধ্যমে জনসাধারণ কর্তৃক পাঠানো তথ্য যাচাই বাছাই করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালানসহ যে কোন সীমান্ত অপরাধ এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিজিবি দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশের সকল পর্যায়ের জনসাধারণকে সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও, *Integrated Database Information Management (IDIM)* সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিজিবির দৈনন্দিন কার্যক্রম দ্রুততার ও নির্ভূলতার সাথে করা সম্ভব হচ্ছে।

বিজিবি'র নিজস্ব মেইল সার্ভার এবং বিজিবি ওয়েবসাইট:

দৈনন্দিন দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজকে সহজ করার লক্ষে বিজিবি'র নিজস্ব মেইল সার্ভার স্থাপন এবং বিজিবি'র সকল গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগধারীর অনুকূলে অফিসিয়াল -মেইল এ্যাড্রেস বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় ওয়েব পোর্টালে বিজিবি'র ওয়েবসাইট হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

VTC সিস্টেম ও মাইক্রোসফট টিমস্ সফট্ওয়্যার সংযোজন:

Video Teleconference (VTC) সিস্টেম ও মাইক্রোসফট টিমস্ সফট্ওয়্যার এর মাধ্যমে অনলাইন মিটিং, কনফারেন্স, চ্যাটিং, ফাইল শেয়ারিং এবং অনলাইন স্টোরেজসহ অন্যান্য সুবিধা ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে কমান্ডারগণের কনফারেন্সের জন্য সীমান্ত ছেড়ে সদর দপ্তরে আসার প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় সরকারী অর্থ ও সময় সাশ্রয় সম্ভব হচ্ছে।

Web Based E-Recruitment সফটওয়্যার :

বিজিবি'র নিয়োগ পদ্ধতিতে আধুনিকায়ন এবং স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে *Web Based E-Recruitment* সফটওয়্যার প্রনয়ণ করা হয়েছে।

ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ:

বিজিবির সকল রিজিয়ন, সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন সমূহে ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ করায় প্রযুক্তি খাতে বিজিবি অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এছাড়াও সীমান্তে যে কোনো দূর্ঘটনা/অপরাধ সংগঠিত হলে দ্রুততার সাথে সদর দপ্তরকে অবগত করা সম্ভব হচ্ছে।

ডাটা সেন্টারের সাথে ডিআর সাইট সংযাগ:

ডাটা সেন্টার এর সাথে ডিআর সাইট এর সংযাগ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত, গতিশীল ও কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। যার ফলে পিলখানাস্থ ডাটা সেন্টারের সকল ডাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যশোর ডিআর সাইটে রক্ষিত হওয়ায় মাধ্যমে ডাটা সুরক্ষা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল স্থাপন:

রেডিও লিংক এর পরিবর্তে ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যমান বিজিবি'র নানাবিধ স্থাপনা সমূহের সাথে উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে।

টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ শেড নির্মাণ:

বর্ডার গার্ড টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, দ্বিগরাজ, খুলনায় সিগন্যাল পেশার কোর্স সমূহ পরিচালনার জন্য নতুনভাবে প্রশিক্ষণ শেড নির্মাণ করা হয়েছে ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

বিওপিতে সোলার প্যানেল বরাদ্দ:

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের প্রতিটি বিওপিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য সোলার প্যানেল বরাদ্দ করা হয়েছে।

আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন:

বর্ডার গার্ড টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, দ্বিগরাজ, খুলনায় সিগন্যাল সম্পর্কিত কোর্সসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ০১টি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব তৈরী করা হয়েছে।

বিভিন্ন যোগাযোগ সরঞ্জামাদি ক্রয়:

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এইচএফ সেট, ইউএইচএফ, ভিএইচএফ (এনালগ) এবং ইউএইচএফ, ভিএইচএফ (ডিএমআর) সংযোজনের ফলে দূর্গম পার্বত্যঞ্চল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সীমান্তবর্তী বিওপিসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এতে বিজিবির অপারেশনাল সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সার্ভিল্যান্স সিস্টেম ক্যামেরা স্থাপন:

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ আইসিপি গুলোতে সার্ভিল্যান্স সিস্টেম ক্যামেরা স্থাপনের ফলে সীমান্তে চোরাচালান দমন, সীমান্ত নজরদারি এবং অপারেশনাল কার্যক্রম তরান্বিত করা হয়েছে।

একতলা সেমি-পাকা সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ:

বিজিবি এয়ার উইং এর সৈনিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে একটি একতলা সেমি পাকা সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে।

Anti-Tank Guided Weapons (ATGW) সংযোজন:

সীমান্তের সার্বিক সুরক্ষা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখার নিমিত্তে বিজিবি'র জন্য সম্মুখ যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ১৪টি *ATGW* সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও ৪০ টি Alcotan অস্ত্র ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সীমান্ত সড়ক নির্মাণ কার্যক্রম:

পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত সুরক্ষায় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ১০৩৬ কিঃ মিঃ সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিজিবি'র সার্বিক নিরাপত্তা সহায়তায় প্রথম পর্বে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৩১৭ কিঃ মিঃ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী সীমান্ত সড়ক নির্মাণের অংশ হিসেবে ১ম পর্বে নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলায় সীমান্ত সড়কের সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল (আরসিভি) সংযোজন:

মায়ানমার কর্তৃক সৃষ্ট সঙ্কট ও সাম্প্রতিক সময়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষে ১২টি আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) এবং ১০টি রায়ট কন্ট্রোল ভেহিক্যাল সংযোজিত হয়েছে।

বিজিবিতে অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ০২ টি *Mi-171E* হেলিকপ্টার সংযুক্ত করা হয়

ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে পরিনত করার লক্ষ্যে ১৫ বছরে বিজিবি'তে নতুন সংযোজিত মোটরযান/জলযান

সিডান কার	১৯টি	মোটর সাইকেল	১৮০টি
জিপ	২১৮টি	এটিভি (জাগুয়ার)	৩২টি
মাইক্রোবাস	০৩টি	হাইস্পীড ইঞ্জিন বোট	১২টি
বাস	১৯টি	স্পীড বোট	০৪টি
পিকআপ (ডাবল কেবিন)	৩৬১টি	পন্টুন	০৩টি
ট্রাক	১৪৬টি		

বিজিবিতে সংযুক্ত ৪টি অত্যাধুনিক এয়ার বোট

বিজিবিতে সংযুক্ত যানবাহন

All Terrain Vehicle (ATV) সংযোজন:

দেশের স্পর্শকাতর ও অধিক চোরাচালান প্রবণ এলাকায় স্মার্ট ডিজিটাল সার্ভেইল্যান্স এন্ড ট্যাকটিকাল রেসপন্স সিস্টেম এর আওতায় ২৫৯টি *All Terrain Vehicle (ATV)* সংযোজিত হয়েছে। ফলে বিজিবি'র টহল/অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনায় গতিশীলতা পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিজিবি এয়ার উইং এর জন্য নবনির্মিত হ্যাংগার:

বিজিবি এয়ার উইং এর জন্য শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম এ ৫০,০০০ বর্গফুট এলাকা বিজিবির জন্য বরাদ্দ নিয়ে একটি অত্যাধুনিক হ্যাংগার নির্মাণ করা হয়।

অত্যাধুনিক এয়ার বোট সংযোজন:

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্পর্শকাতর নদী সীমান্ত এলাকায় মানব পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ, ইয়াবা, মাদক ও অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের অপতৎপরতা ০৪টি এয়ার বোট সংযোজিত হয়েছে।

সাইক্লোন সেন্টার টাইপ বিওপি নির্মাণ:

গত ০১ জানুয়ারি ২০০৮ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৮৫টি বিওপি নির্মানের পাশিাপাশি ৭৩টি কম্পোজিট বিওপিসহ ১৫টি সাইক্লোন সেন্টার টাইপ বিওপি নির্মাণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সংযোগ ও সৌরশক্তির ব্যবস্থা

গত ০১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সীমান্তে ২৯টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সৌরশক্তির মাধ্যমে ১৬৮টি বিওপিতে বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ

গত ০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বিজিবি সদস্য ও খেলোয়ারসহ সর্বস্তরের খেলার মান উন্নয়নের জন্য একটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম (মাল্টি জিমসহ) নির্মাণ করা হয়েছে।

১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট *Out Patient Department Building* নির্মাণ:

বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ঢাকায় মেডিসিন, সার্জারি, অর্থোপেডিকস, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, অনকোলজি এবং কার্ডিওলজি এর মতো আধুনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১০ তলা ফাইন্ডেশন বিশিষ্ট ডিসপেনসারী এবং ফিজিওথেরাপি সেন্টারের সমন্বয়ে একটি বহির্বিভাগ ভবন *(Out Patient Department Building)* নির্মানের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

বিজিবি মিডিয়া মনিটরিং সেল স্থাপন:

সম্প্রতি বিজিবি'র মিডিয়া ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি সুসজ্জিত "বিজিবি মিডিয়া মনিটরিং সেল" স্থাপন করা হয়েছে। মিডিয়া হতে প্রাপ্ত সংবাদ বা তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আভিযানিক কার্যক্রম আরও বেগবান হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন:

বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পূর্বে বায়তুল ইজ্জত, চট্টগ্রামে বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ নামে একটি মাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল। বিগত ১৫ বছরের মধ্যে নতুন করে ০৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও বর্ডার গার্ড টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, দ্বিগরাজ, খুলনায় অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

বিজিবি'র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন:

মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিগত ১৫ বছরে বিজিবি'র ব্যবস্থাপনায় নতুন ০২টি কলেজসহ ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও একটি উচ্চ বিদ্যালয়কে কলেজ পর্যায়ে এবং ০৩ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।

'দীপ্ত সীমান্ত' বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

সমাজের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য গত ২২ মে ২০১৭ তারিখে পিলখানার অভ্যন্তরে "*A School of Special Learning*" শ্লোগানকে সামনে রেখে 'দীপ্ত সীমান্ত' বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস নির্মাণ:

বিজিবি সদস্যদের সন্তানদের ঢাকার বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার সুবিধার্থে ২০১১ সালে পিলখানার পার্শ্ববর্তী হাতিরঘাটে ৫তলা বিশিষ্ট আধুনিক ছাত্রাবাস এবং ২০১৪ সালে পিলখানার অভ্যন্তরে ৫তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হয়েছে।

আবাসিক ভবন নির্মাণ:

বিজিবি সদর দপ্তরে অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদবীধারী সদস্যদের জন্য ০২টি ১৫ তলা এবং ০১টি ১০তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

বিজিবি সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ রেশন নীতিমালা:

বিজিবি সদস্যদের জন্য ২০১৩ সালে পূর্ণাঙ্গ রেশন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া ০৩ বছরের নিচের শিশু সন্তান এবং প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য রেশন প্রদানের কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।

রায়োট কন্ট্রোল আইটেম ক্রয়:

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যদের সর্বদা সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালান দমন, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দায়িত্ব পালন করতে হয়। উক্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য রায়োট কন্ট্রোল আইটেম সংযোজন করা হয়েছে।

বিজিবি সীমান্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা:

বিজিবি সদস্যদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সীমান্ত ব্যাংকের উদ্বোধনের মাধ্যমে ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে দেশব্যপী সীমান্ত ব্যাংকের ১৯টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা:

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ বর্তমানে অথবা পূর্বে কর্মরত অফিসার, জুনিয়র কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদবীর সৈনিক এবং অসামরিক কর্মচারীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কল্যাণ মূলক কার্যাবলী পরিচালনার লক্ষ্যে বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

Hospital Management Informatin System (HIMS) স্থাপন:

প্রতিটি ওয়ার্ড/বিভাগে রোগীদের তথ্য সংরক্ষন, প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানের লক্ষে *Hospital Management Informatin System (HIMS)* সন্নিবেশ করা হয়েছে।

ডায়ালাইসিস সেন্টার এবং *CCU* স্থাপন:

বিজিবি সদস্যদের চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়নে বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকায় ০৬টি মেশিন দ্বারা ডায়ালাইসিস সেন্টার এবং *CCU* স্থাপন করা হয়েছে।

Ventilator, HFNC এবং *MRI* মেশিন স্থাপন:

করোনা আক্রান্ত জটিল রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য *COVID ICU* তে ০৬টি *Ventilator* এবং ০৪ টি *HFNC* স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের রোগ সনাক্ত করার জন্য অত্যাধুনিক *MRI* মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

Cath Lab স্থাপন এবং করোনা ভ্যাকসিন প্রদান:

হৃদরোগে আক্রান্ত বিজিবি সদস্যদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য বর্ডার গার্ড হাসপাতাল ঢাকায় *Cath Lab* স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিজিবি হাসপাতাল কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে বিজিবি সদস্য, তাদের পরিবারবর্গ এবং জনসাধারণের মাঝে করোনা ভ্যাকসিন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর মেডিক্যাল ক্যাম্পেইন

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এ প্রদানকৃত পদকের পরিসংখ্যান

পদকের নাম	পদক প্রদানের সাল													মোট
	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পদক (বিজিবিএম)	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	০৯	১০	১০	১০	১০	১২৯
রাষ্ট্রপতি বর্ডার গার্ড পদক (পিবিজিএম)	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	১৫	২০	২০	২০	২০	২৫৫
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পদক-সেবা (বিজিবিএমএস)	০	০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	০২	১০	১০	১০	১০	১০২
রাষ্ট্রপতি বর্ডার গার্ড পদক-সেবা (পিবিজিএমএস)	০	০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২২০
সর্বমোট =	৩০	৩০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৪৬	৬০	৬০	৬০	৬০	৭০৬

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পদক
(বিজিবিএম)

রাষ্ট্রপতি বর্ডার গার্ড পদক
(পিবিজিএম)

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
পদক-সেবা (বিজিবিএমএস)

রাষ্ট্রপতি বর্ডার গার্ড
পদক-সেবা (পিবিজিএমএস)

“বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১” কর্ম পরিকল্পনা

- ১৫,০০০ নতুন পদ সৃজন
- ০২টি রিজিয়ন সদর দপ্তর
- ০৩টি সেক্টর সদর দপ্তর
- ২২টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন
- ০১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন
- ০১টি স্টেশন সদর দপ্তর
- ০১টি বর্ডার গার্ড হাসপাতাল
- ০১টি সীমান্ত মেডিক্যাল কলেজ
- ০১টি কে-নাইন ইউনিট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার
- ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র — সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে
- ০৬টি লজিস্টিক বেইজ
- ০২টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো
- ০১টি রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

BANGLADESH COAST GUARD

METAL SHARK-32

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
পূর্ব জোন
বিসিজি স্টেশান টেকনাফ
ইয়াবা
২০,০০০ পিস
(বিশ হাজার)

জেলে উদ্ধার অভিযান
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
বিসিজি স্টেশান পাথরঘাটা

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সামুদ্রিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে কোস্ট গার্ডের ভূমিকা পালন করে আসছিল। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা, উপকূলবর্তী জনগনের যথাযথ নিরাপত্তা বিধানে উত্তাল সমুদ্রের বৈরীতাকে সঙ্গী করে সার্বক্ষণিক নিবেদিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। সমুদ্রে সার্বভৌমত্ব ও এর সম্পদ রক্ষা, উপকূলীয় এলাকায় জানমাল ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোস্ট গার্ড যেকোনো দেশের জন্য অপরিহার্য একটি বাহিনী। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সমুদ্রতীর হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সংলগ্ন এলাকা এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের *(Exclusive Economic Zone)* সকল অধিকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের। স্বাধীনতার পর এ গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪' পাস করা হয়। এরও দুই দশক পর 'কোস্ট গার্ড এ্যাক্ট ১৯৯৪' মহান জাতীয় সংসদে পাস করার মাধ্যমে গঠিত হয় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে এই বিলটি উত্থাপন করেন। একটি আধা সামরিক বাহিনী হিসেবে *"Guardian at Sea"* মূলমন্ত্রে ১৯৯৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি হতে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বিগত ১৪ বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাহাজ, বেইস, স্টেশন ও আউটপোস্ট সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড হয়েছে আরও শক্তিশালী, যুগোপযোগী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ১৭৯টি জলযান বিশিষ্ট একটি সুগঠিত আইন প্রয়োগকারী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকারের দূরদৃষ্টি এবং উন্নয়নের ক্রমধারায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে উত্তরোত্তর যুগোপযোগী করনের প্রয়াস চলমান রয়েছে।

২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এ সংযোজিত উল্লেখযোগ্য জলযানসমূহ

ক্রমিক নং	জলযানসমূহের ধরণ	পরিমাণ
০১	ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল (আইপিভি)	৭টি
০২	অফশোর প্যাট্রল ভেসেল (ওপিভি)	৪টি
০২	ফাস্ট প্যাট্রল বোট (এফপিবি)	৫টি
০৩	হারবার প্যাট্রল বোট (এইচপিবি)	৬টি
০৪	টাইফুন ক্লাস বোট	৬টি
০৫	আর বোট (ভিআইপি) বোট	১টি
০৬	ডলফিন ক্লাস বোট	১৬টি
০৭	ডিফেন্ডার ক্লাস বোট	৫টি
০৮	মেটাল শার্ক বোট	২০টি
০৯	ফ্লোটিং ক্রেন	১টি
১০	অয়েল পলিউশন কন্ট্রোল বোট	৪টি
১১	রেসকিউ বোট	২০টি
১২	হাইস্পিড বোট (বড়)	৬টি
১৩	সী হর্স ক্লাস বোট	৯টি
১৪	ক্লোটিং ক্রেন	১টি
১৫	ডিফেঞ্জার	৫টি
১৬	কেন্যু বোট	৪টি
১৭	সেইলিং বোট	২টি
১৮	স্টিংরে ক্লাস	১০টি

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর কমিশনিং অনুষ্ঠান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ০২টি ইনসোর পেট্রোল ভেসেল ০২টি টাগ বোট এবং ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন কমিশনিং অনুষ্ঠান

- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষার অভিযানে গত ০১ জানুয়ারি ২০১২ হতে অদ্যাবধি সর্বমোট টাকা ২১৭২৯,২৩.৮০ লক্ষ টাকা (একুশ হাজার সাতশত উনত্রিশ কোটি তেইশ লক্ষ আশি হাজার মাত্র) অর্থমূল্যের কারেন্ট জাল বেহুন্দি/মশারি জাল, চরঘেরা/অন্যান্য জাল, জাটকা, চিংড়ি/ফাইসা পোনা আটক করে।
- বর্তমান সরকারের শাসনামলে গত ০১ জানুয়ারি ২০০৯ সাল হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য ০১টি ট্রেনিং বেইস (বিসিজি ট্রেনিং বেইস অগ্রযাত্রা), ০২টি বেইস (বিসিজি বেইস কক্সবাজার ও রাবনাবাদ) টিওএন্ডইভূক্ত করা হয়েছে এবং ০২টি বেইস (বিসিজি বেইস সুন্দরবন ও পূর্ণাঙ্গ বেইস এর সুবিধাসহ একটি ডকইয়ার্ড) এর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে ১৭টি স্টেশন যথা উড়িরচর, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, টেকনাফ, সুপতি, দোবেকী, কোকিলমনি, পুষ্পকাঠি, নিদ্রাছকিনা, গজারিয়া, হিজলা, মাতারবাড়ি, পায়রা, ঢালচর, রামগতি ও কম্পোজিট স্টেশন পদ্মা টিওএন্ডইভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মিরশ্বরাই, ভেদরগঞ্জ, কম্পোজিট স্টেশন ভাসানচর, কমলনগর, রায়পুর, নেছারাবাদ, ভান্ডারিয়া, বরিশাল, আন্দারমানিক, কালাইয়া, লালমোহন, কাগাদোবেকী, কালীগঞ্জ, ইনানী, হিমছড়ি, ইলিশা, সোনাগাজী ও কুয়াকাটাসহ সর্বমোট ১৮টি স্টেশন স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য পতেঙ্গা, শাহপরী, নরম্যান্স পয়েন্ট, কচিখালী, নলিয়ান, তজুমুদ্দিন, চরমানিকা, দুবলারচর, সোনাদিয়া, নয়নআনি লক্ষ্মীপুর, সারিকাইত, রামগতি, টেকনাফ ও রাঙ্গাবালীসহ ১৪টি আউটপোস্ট টিওএন্ডইভূক্ত করা হয়েছে এবং ০১টি নতুন আউটপোস্ট বাহারছড়া স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

২০১৩ হতে ২০২৩ পর্যন্ত

আটককৃত মাদক	পরিমাণ
ইয়াবা	৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮২৭ পিস
বিয়ার	১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৫৫ ক্যান/বোতল
দেশি/বিদেশি মদ	১১ হাজর ৯৫০ লিটার
বিদেশি সিগারেট	১৮ লক্ষ ৭৬৭ শলাকা
ক্রিস্টাল মেথ আইস	৭ কেজি ৭ গ্রাম
গাঁজা	৪১৯ কেজি ৬৪৯ গ্রাম

২০১২ হতে ২০২৩ পর্যন্ত

উদ্ধার করা অস্ত্র	পরিমাণ
আগ্নেয়াস্ত্র	৫৮৯ টি
তাজা গোলাবারুদ	৫,৪৯৪ রাউন্ড
ব্ল্যাংক কার্টিজ	৩২৪ রাউন্ড
আগ্নেয়াস্ত্র	৫৮৯ টি

২০১৩ হতে ২০২৩ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
বাস্তুচ্যুত ময়ানমার নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে	১৬,৬৩৮ জন
আটককৃত দালাল পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে	৮৫ জন
মৃতদেহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে	৫২টি

সোনালি ধানের এই দেশে মাছ উৎপাদনে রুপালি ইলিশের হিস্যা ১১ শতাংশ এবং বার্ষিক দেশজ উৎপাদনে এক শতাংশ। অন্যান্য সরকারি সংস্থার সঙ্গে কোস্ট গার্ড-এর অভিযানে প্রতি বছর ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে ৮ থেকে ১০ শতাংশ করে। মা ইলিশ রক্ষায় সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার সময়ে প্রজননক্ষেত্র গুলোতে ইলিশ ধরা বন্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি মৎস্যসম্পদ, জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিদিন ১ হাজার ৮০০ কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ মূল্যের পণ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে

২০২২ ও ২০২৩ সালে দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষায় মোট ৬৪ হাজার ৯৫৮টি অভিযান পরিচালনা করেছে কোস্ট গার্ড

২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর জন্য বিভিন্ন জোন, বেইস, স্টেশন, আউটপোস্ট ও জলযানের অনুকূলে ৩০১৩ জন জনবল সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই)-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিগত ১০ বছরে

সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড অভিযান পরিচালনা করে ডাকাতদের দ্বারা জিম্মিকৃত ১,৭৯৩ জন বিপন্ন জেলে/বাওয়ালিসহ ৪৫৬টি বোট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে

বিগত ১০ বছরে

চোরাচালান দমন অভিযানে এ বাহিনীর সদস্যগণ শুল্ক ফাঁকি দেয়া বৈদেশিক শাড়ী, থ্রি পিস, লেহেঙ্গা, অক্টেন/ডিজেল, বার্থিং হাউজার/নাইলন রোপ, স্বর্ণ ইত্যাদি অবৈধ পণ্য জব্দ করে প্রায় ১০৪৫,১৭,৪০,৪৪৩/০০ (টাকা এক হাজার পঁয়তাল্লিশ কোটি সতের লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত তেতাল্লিশ মাত্র) টাকার পণ্য কাস্টমস ও শুল্ক পরিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করেছে

অবকাঠামোগত সক্ষমতার মাইলফলক

- 'পটুয়াখালীতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রশিক্ষণ ঘাঁটি নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গত ২০১৪ সালে পটুয়াখালীতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা এর প্রশাসনিক ভবন, ট্রেনিং স্কুল বিল্ডিং, মসজিদ এবং গার্ডসমূহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসমূহ নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৩০ জুন ২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'বিসিজি বেইস অগ্রযাত্রা' কমিশনিং করা হয়েছে।
- গত জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ এর মাধ্যমে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ভোলায় অফিসার্স মেস এবং বিসিজি বার্থ পতেঙ্গায় অফশোর প্যাট্রল ভেসেল (ওপিভি) বার্থিং সুবিধার জন্য ফিজিক্যাল অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য 'লজিস্টিকস ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটি গড়ে তোলা' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৮ হতে শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ০২টি স্লিপওয়ে, ০৫টি ওয়ার্কশপ (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিসহ), ০১টি বোট ইয়ার্ড ও ইয়ার্ড সার্ভিস ফ্যাসিলিটি, ০১টি ফুয়েল স্টোরেজ ডিপো এবং ০১টি প্রশাসনিক ভবনসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোসমূহ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে ডকইয়ার্ডে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের নিজস্ব জাহাজ ও বোটসমূহের বিভিন্ন ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যায়ক্রমিকভাবে মোট ৩০টি (সিসিএমসি) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৩ সালে ১১টি, ২০১৪ সালে ২টি, ২০১৫ সালে ৮টি, ২০১৬ সালে ২টি সিসিএমসিও ২০১৯ সালে ০৩টি সহ মোট ২৭টি সিসিএমসি নির্মাণ শেষে বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ০৩টি সিসিএমসি নির্মাণের জন্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদান আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের *VSATNET* কমিউনিকেশন সিস্টেম সংযোগ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে ১৯৪৮ সাল হতে অদ্যাবধি দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধসহ দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে এ বাহিনীর গৌরবময় অবদান রয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিধান, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল প্রকার নির্বাচন, সড়ক ও জনপথ রক্ষা, রেলপথ রক্ষা, যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের সাথে দায়িত্ব পালন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা, মার্কেট এবং জাতীয় সংসদ ভবন, নৌ, বিমান ও স্থলবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে নিরাপত্তা বিধানে এ বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পার্বত্য এলাকায় সেনাবাহিনীর সাথে এ বাহিনীর ব্যাটালিয়ন সদস্যগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। এছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করছে।

বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুখী, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ রাষ্ট্র গঠনে দেশের সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান করাই এ বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসারের ভূমিকা (২০০৯ হতে ২০২৩ সাল)

নির্বাচনে দায়িত্ব পালন :

৪৮,১৪,৩৯৫ জন অঙ্গীভূত আনসার

৬৮,৮১৩ জন ব্যাটালিয়ন আনসার

শারদীয় দূর্গাপূজায় দায়িত্ব পালন :

১৯,৬৬,২১২ জন অঙ্গীভূত আনসার

বিশ্ব ইজতেমায় দায়িত্ব পালন :

১৫০০ জন অঙ্গীভূত আনসার

৩২১৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার

বাণিজ্য মেলায় দায়িত্ব পালন :

৬৩৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার

মোবাইল কোর্টে দায়িত্ব পালন :

২৮,৩২৮ জন ব্যাটালিয়ন আনসার

অপারেশন রেলরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

২০১৩-২০১৪

৮,৩২৮ জন সদস্য ৩৬টি জেলার ১,০৪১টি ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত।

২০১৫

৮,৮৯৬ জন সদস্য ৩৭টি জেলার ১,১১২টি পয়েন্টে রেল নিরাপত্তা রক্ষায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করে

সড়ক ও মহাসড়ক রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

২০১৩-২০১৪

৯৯৩টি ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টে ১২ জন করে ১১,৯১৬ জন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য নিরাপত্তা রক্ষার সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে।

পার্বত্য অঞ্চলে টহল

বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের আবাসনে টহল

অগ্নিকান্ডে উদ্ধারকাজে

রেল লাইনে নিরাপত্তা

নির্বাচনে ভোট দিতে সহযোগীতা

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ

সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ একাডেমি

শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন
নিরাপত্তায়
সর্বত্র আমরা

বন্যায় রাস্তা নির্মাণ

পূজা নিরাপত্তায় আনসার সদস্যগণ

কেপিআই এর নিরাপত্তা :

হাসপাতাল	সরকারি/বেসরকারি ৬৭টি হাসপাতালে ৩২৭১ জন অঙ্গীভূত আনসার
ব্যাংক	বিভিন্ন ব্যাংকের ২৫৩১টি শাখায় ৮২৫০ জন অঙ্গীভূত আনসার
পদ্মাসেতু	১৬৬ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য
রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩৬ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য ১১১ জন সাধারণ আনসার সদস্য
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	১১১১ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য
চট্টগ্রাম বন্দর	১০৩২ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য
উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর নিরাপত্তায়	৪৯২০ জন অঙ্গীভূত সশস্ত্র আনসার
বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের নিরাপত্তা	ভাষাণচরে ১০০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার উখিয়ায় ১৮৪ জন ব্যাটালিয়ন আনসার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন	১৩২ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য
কর্ণফুলী টানেল, চট্টগ্রাম	১০০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য
রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাগেরহাট	১৫০ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য
মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র, কক্সবাজার	৩২ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য
মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স, মেহেরপুর	৭১ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য
প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরসমূহ	১৩৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য

ব্যাটালিয়ন আনসার :

পার্বত্য এলাকায় : পার্বত্য এলাকায় ১৬টি পুরুষ ব্যাটালিয়ন আনসারের মোট ৬৪০৫ জন সদস্য তাদের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও দেশের পার্বত্য এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবহিনীর সাথে ১৪৭ টি ক্যাম্পে ২৫৯৮ জন, বিজিবির সাথে ২৪টি ক্যাম্পে ৪০৭ জন, পুলিশের সাথে ৭ টি ক্যাম্পে ১০০ জন এবং এই বাহিনীর একক ৬০টি ক্যাম্পে ৭৯২ জন সহ মোট ৬৪০৫ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ মোট ৭৫,৭৬৫ টি টহলে অংশগ্রহণ করেছে।

সমতল এলাকা : সমতল এলাকায় ২৬টি (এজিবিসহ) পুরুষ ও মহিলা ব্যাটালিয়ন আনসার মোট ৯৬৯৮ জন সদস্য দায়িত্ব পালন করছে। জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ে ১৩৪৯ জন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি সাধারণ আনসার সদস্য মৌলিক প্রশিক্ষণে ৮৫,২৫৩ জন, অস্ত্রবিহীন গ্রামভিত্তিক ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণে ১০,৫৩,২৮৬ জন, অস্ত্রবিহীন ভিডিপি/টিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণে ৬৩,২৫৬ জন, অস্ত্রসহ ভিডিপি ও হিল ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণে ১,৭০,৮৬১ জন এবং অস্ত্রসহ ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেতা-দলনেত্রী মৌলিক প্রশিক্ষণে ২৫,৭০৯ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৮টি কম্পিউটার, ০৩টি কারিগরি, ১১টি মোটর ড্রাইভিং, ০২টি সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন ও ০৯টি সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন (অতিরিক্ত নকশি কাঁথা তৈরি) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ হতে ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ৪১,২০৫ জন, কারিগরি প্রশিক্ষণে ২৩,৬২২ জন, মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ১১,৯৩৭ জন, নকশি কাঁথা তৈরি প্রশিক্ষণে ৩,৫৪২ জন, সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণে ৬,১৪৩ জনসহ বাহিনীর প্রদত্ত ২৪ টি আয়বর্ধক প্রশিক্ষণে সর্বমোট ১,১৮,৬৪৪ জন সদস্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ৪৫%, ইলেকট্রিশিয়ান প্রশিক্ষণে ৬৪%, নকশি কাঁথা তৈরী প্রশিক্ষণে ৯০%, সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণে ৮৮% প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবেলা

ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা : দুর্যোগ কবলিত এলাকার জনগণ ও গবাদি পশু আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া, আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে মাইকিং করে জনগণকে সচেতন করা, দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দুর্যোগ পরবর্তীকালে উদ্ধারসহ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে এ বাহিনী কাজ করে। ২০১৯ সালে ২৬টি জেলায় আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় ফণী মোকাবেলায় ৫০০৪ জন, ২০১৯ সালে ১৪টি জেলায় আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবেলায় ৪২০০০ জন, ২০২২ সালে উপকূলীয় জেলাসমূহে আঘাতহানা ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবেলায় ১০,০০০ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য/সদস্যা অংশগ্রহণ করেন। ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান মোকাবেলায় উপকূলীয় ১৫টি জেলায় এবং ২০২১ সালে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস মোকাবেলায় খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠি জেলাগুলোতে আনসার ও ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়। জুন, ২০২২ সালে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও নেত্রকোনা জেলার বন্যা কবলিত এলাকায় আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং বাহিনীর পক্ষ থেকে ০৫টি জেলায় বন্যায় দুর্গতদের ৬,২২৯টি পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ঢাকার বঙ্গবাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণ : ঢাকার বঙ্গবাজার ও নিউ সুপার মার্কেট এর আগুন নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৯ জন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পদবীর ১৯৭ জন আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নের সদস্য এবং ৩২২ জন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য দক্ষতার সাথে দায়িত্বপালন করেছে। ঢাকার গুলিস্থানে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ৪ জন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পদবীর ৮৪ জন আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি) সদস্য দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া সম্প্রতি মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, ঢাকা এর আগুন নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নের ২ প্লাটুন ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স
১
আনসার
ব্যাটালিয়ন

রানা প্লাজা উদ্ধার অভিযান : ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের উদ্ধার অভিযানে ২৫০ জন সাধারণ আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করেন।

করোনা মোকাবেলা : করোনা ভাইরাস *(Covid-19)* এর প্রাদুর্ভাব জনিত কারণে বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের চাহিদার ভিত্তিতে জরুরি ভাবে আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে নমুনা সংগ্রহ বুথ *(Sample Collection Booth)* স্থাপন, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণ, মাস্ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণসহ সারা দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ২০২১ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫টি ধাপে সর্বমোট ১,৯৪,৭৪২ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ টিকা (করোনা) কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করেছেন। করোনাকালীন সময়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ১ জন সহকারী পরিচালকসহ মোট ২৯জন সদস্য মৃত্যুবরণ করেছে।

স্বাস্থ্য সেবা : ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৯টি রেঞ্জের তত্ত্বাবধানে ০১ দিনের ০৯টি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে মোট ১৩,৫৩১ জনকে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আনসার সদস্যগণের বিনামূল্যে ৮০০০টি নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন, ৮০৯৬টি হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন ও জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধের ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া : বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া দল ১৯৯২, ১৯৯৬, ২০০২, ২০১৩, এবং সর্বশেষ বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমস-২০২০ এ পরপর পঞ্চমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০০৯ সাল হতে দুটি বাংলাদেশ গেমসসহ অদ্যাবধি জাতীয় পর্যায়ে ২০৩১টি স্বর্ণ, ১২৬৯টি রৌপ্য ও ৮৯৪টি তাম্র পদক অর্জনের মাধ্যমে ৩০০টি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, ৮২টি প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ, ২৩টি প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান অর্জন করে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়াদল ২০১০ সালের সাউথ এশিয়ান গেমসসহ মোট ৪৬টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৭২টি স্বর্ণ, ৬১টি রৌপ্য এবং ১০৪টি তাম্র পদক অর্জন করে।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

গৃহ নির্মাণ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিটি গৃহহীনকে গৃহ প্রদানের মহতী উদ্যোগের মূলমন্ত্র ধারণ করে দুস্থ ও অসহায় ভিডিপি সদস্যদের জন্য ৩৫টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এরূপ আরো ৬৫টি গৃহ নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

ক্লাব সমিতি : সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নসহ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রমে সহায়তার উদ্দেশ্যে আনসার ও ভিডিপি ক্লাব-সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৃক্ষরোপণ, পরিবার পরিকল্পনা, যৌতুক ও মাদক নিরোধসহ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্লাব-সমিতি কাজ করে। বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির এরূপ ২২২টি ক্লাব সমিতি সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

অনুদান প্রদান : ২০০৯ হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৮৭৭ জন মৃত্যুবরণকারী সদস্য-সদস্যাদের পরিবারকে ৪২,৯৯,৫০,০০০ (বিয়াল্লিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং চিকিৎসাজনিত কারণে বাহিনীর ১৮,৩০৮ জন সদস্যকে ৫৪,৭৯,৮২,৫৭৯ (চুয়ান্ন কোটি ঊনআশি লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত ঊনআশি) টাকার আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত হয়েছেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ বাহিনী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সর্বত্র দেশমাতৃকার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যান্য বাহিনীকে সহায়তা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি বাংলাদেশ আনসারও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জননিরাপত্তা রক্ষায়, সন্ত্রাস দমন, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশের একটি অনন্য বাহিনী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) :

জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনে একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল সংস্থা। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এই সংস্থাটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারী, তদন্ত ও গোয়েন্দা সংস্থাসহ সরকার নির্ধারিত অন্যান্য সংস্থাসমূহকে টেলি-কমিউনিকেশন সহায়তা প্রদান করে আসছে।

সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টার *(SOC)* স্থাপন :

এনটিএমসিতে স্থাপিত বিভিন্ন সিস্টেমের সাথে আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থাসমূহের সদরদপ্তরের সাথে সংযোগ রয়েছে। উক্ত সংযোগ এবং এনটিএমসি'র অভ্যন্তরীণ সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে উদ্ভাবনী প্রকল্প হিসেবে ২০২১ সালে এনটিএমসিতে সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টার *(SOC)* স্থাপন করা হয়।

সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টার *(SOC)* এর কার্যক্রম :

এনটিএমসি এর সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার গত এক বছরে সর্বমোট ২,৫৫,২৬,০৫২টি (দুই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার বায়ান্ন) অনাকাঙ্খিত স্ক্যান এবং অভ্যন্তরীণ ডিভাইস (ওয়ার্কস্টেশন এবং সার্ভার) সমূহে ২,৪২৪টি (দুই হাজার চারশত চব্বিশ) সাইবার হামলা শনাক্ত ও প্রতিহত করেছে।

অবৈধ *VOIP Call Detection, Blocking and Fraud Management Solution* স্থাপন :

অবৈধ *VOIP Call* এর কারণে সরকার বিপুল রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান *VOIP Fraud* নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নিলেও পরিপূর্ণ ভাবে কোন প্রতিষ্ঠান তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমান সরকারের অর্থায়নে এনটিএমসি কর্তৃক *VOIP Fraud Management Solution* সিস্টেমটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে, ফলশ্রুতিতে অবৈধ *VOIP Call Blocking and Fraud Management Detection* কার্যক্রম সহজতর হয়েছে।

VOIP Fraud Management Solution এর প্রয়োজনীয়তা :

- অবৈধভাবে সংঘটিত *VOIP Fraud* কল শনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ।
- *Fraud* এর কাজে নিয়োজিত *SIM* শনাক্তকরণ ও অত্র সংস্থা হতে সরাসরি *Block* করা।
- *Strategic Ges Standalone Solution* হবার কারণে ইনস্টলেশনের পর সিস্টেমটির সাথে এনটিএমসি প্রাঙ্গণের বাইরে কোন প্রকার *Remote Connectivity* নাই এবং ভেন্ডর এর সাথে কোন প্রকার সংযোগ না থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- *VOIP* কল ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভূখন্ড থেকে উদ্ভূত হওয়া এবং শেষ হওয়া অবধি সকল ইনকামিং এবং আউটগোয়িং কল এবং এসএমএস নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা।
- ২৪/৭ অপারেশন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টারের *(NOC)* মাধ্যমে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই সিস্টেমটি ব্যবহার করার সুবিধা।
- সরকারি রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ এবং অবৈধ *VOIP* কলের পরিসংখ্যান দৈনিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রদান করার সক্ষমতা রয়েছে।
- *Fraud* এর কাজে নিয়োজিত *SIM* সমূহের অবস্থান *(BTS Location)* সনাক্তকরণ।

Rogue BTS Identification System (RBTS) প্রকল্প বাস্তবায়ন :

সংশ্লিষ্ট সংস্থা ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থে কেউ যেন *Fake BTS* স্থাপনের মাধ্যমে *call intercept* না করতে পারে তা নিশ্চিতকল্পে বর্তমান সরকারের অর্থায়নে এনটিএমসি কর্তৃক *Rogue BTS Identification System (RBTS)* প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত সিস্টেমটি চালু রাখা হয়েছে।

Rogue BTS Identification System (RBTS) এর কার্যক্রম সমূহ :

- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোন সেলুলার টেকনোলোজির মাধ্যমে প্রেরিত নেটওয়ার্ক স্ক্যান ও চিহ্নিতকরণ।
- *Rouge BTS/IMSI Catcher* যে কোন মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম *Active Mode* এ অপারেশনাল আছে কিনা তা চিহ্নিতকরণ।
- অপারেশনাল থাকা *Rouge BTS/IMSI Catcher* যে কোন মোবাইল মনিটরিং সিস্টেমের কার্যকারিতা মনিটর করা।
- মাঠ পর্যায়ে সিস্টেমের মাধ্যমে *Active Mode* এ অপারেশনাল থাকা উক্ত *Rouge BTS/IMSI Catcher* যেকোন মোবাইল মনিটরিং সিস্টেমের অবস্থান নিশ্চিতকরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অর্পণ করা।

এন টি এম সি
সবার আগে দেশ

জিও লোকেশন সিস্টেম:

মুজিববর্ষ উপলক্ষে এনটিএমসি কর্তৃক গৃহীত আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ "জিও লোকেশন সিস্টেম"। জিও লোকেশন প্ল্যাটফর্মটি একটি জাতীয় পর্যায়ের প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন্টেলিজেন্ট এনালাইসিস করার সক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। প্ল্যাটফর্মটির আওতায় পুরো বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা থাকবে এবং যে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন এর অতীত সময়ের অবস্থানগত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম থাকবে। এনটিএমসিতে কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার সমন্বিতভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও স্যোশাল মিডিয়া মনিটরিং এর মাধ্যমে দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার এবং দেশের বিরুদ্ধে সনাক্তকৃত সকল অপপ্রচার রোধ কাজ করে থাকে। বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থাসমূহ সরাসরি এটি ব্যবহার করে অপরাধের স্থান দ্রুততার সাথে নির্ণয় করতে পারবে।

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম *(NIP)*:

এ প্ল্যাটফর্ম থেকে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাকে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। সংস্থাসমূহ সফলভাবে *NIP* হতে নাগরিক সংক্রান্ত তথ্য সেবা লাভ করছে যা তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে। *NIP* সিটিজেন ডাটা ভেরিফিকেশন এবং কোরিলেশন এর লক্ষ্যে তৈরিকৃত একটি কেন্দ্রীয় সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন জাতীয় ডাটাবেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের মাধ্যমে সমন্বয় করে একক প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শন করা হয়। এ সিস্টেম থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, তদন্ত ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ নাগরিকদের বায়োমেট্রিকসহ অন্যান্য তথ্য যাচাই-বাছাই করতে পারে। এর ফলে মাত্র একটি সিস্টেম ব্যবহার করে তদন্তকাজে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে।

NIP সিস্টেমে সংযুক্ত তথ্য ভান্ডার:

উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে সংযুক্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন সংস্থা তথ্য যাচাই বাছাই এবং সমন্বয় করতে সমর্থ হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন ডাটাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে প্রোফাইলিং করা যাচ্ছে যা তদন্ত কার্যক্রমে অত্যন্ত সহায়ক।

NIP সিস্টেম থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি:

NIP বিদ্যমান *Database* সমূহ এর সঠিক ব্যবহারের ফলে এএফডি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, ডিজিএফআই, এসএসএফ, এনএসআই, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, এটিইউ, পিবিআই, সিআইডি, এসবি, ডিএমপি, এপিবিএন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দুদক, বিআরটিএ, এনবিআর, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, কারা অধিদপ্তর, বিএমইটি, খাদ্য অধিদপ্তর, অর্থ মন্ত্রণালয় ও এটুআই *(My Gov)* অতি সহজেই কোন ব্যক্তির তথ্য যাচাই বাছাই করতে পারে। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর রিক্রুটিং প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান এবং স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে আইটি পরিদপ্তর, জিএস শাখা, সেনাসদর এই *NIP* থেকে শিক্ষা বোর্ডের ডাটাবেজ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেজ হতে তথ্য গ্রহণ করে সকল আবেদনকারীর তথ্য যাচাই-বাছাই করছে। এছাড়া, স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে গাড়ী প্রবেশের স্টিকার তৈরীর সময় আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য *NIP* এর মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করছে।

এনটিএমসি'র ডাটা সেন্টার আধুনিকায়ন ও বর্ধিতকরণ:

এনটিএমসিতে সকল আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত *Tier-4* সমমানের ডাটা সেন্টার অবকাঠামোর বাস্তবায়ন ১৬ আগস্ট ২০১৭ হতে শুরু হয় এবং ১০ এপ্রিল ২০১৮ সালে ডাটা সেন্টারের কাঠামো সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার ডাটা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ক্রমবর্ধমান ডাটা এনটিএমসির ডাটা সেন্টারে স্টোর করে রাখার জন্য বর্তমান সরকারের অর্থায়নে ডাটা সেন্টার সম্প্রসারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে ডাটা সেন্টারে ১১৭টি রেক বিশিষ্ট সার্ভার রুমের ব্যবস্থা রয়েছে যা নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার *(NOC)* এর মাধ্যমে সংযুক্ত। এ সকল সিস্টেমের মধ্যে *Monitoring Centre* এর মাধ্যমে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থা সকল মোবাইল অপারেটরদের গ্রাহক তথ্য, *CDR* এনালাইসিস এবং মনিটর করতে সক্ষম। *PIDS* সিস্টেমে বাংলাদেশের সকল কারাগারে কয়েদীদের ডাটাবেজের মিরর কপি ডাটা সেন্টারে হোস্ট করা হয়েছে যার মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থাসমূহ তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে সেবা গ্রহণ করে থাকে।

সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল *(SMMC)* পরিচালনা:

সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল দেশের স্বার্থে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংঘটিত সকল ধরনের সাইবার অপরাধসমূহ যা রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ সেগুলো মনিটরিং করার পাশাপাশি কাউন্টার কমেন্ট করে থাকে। সেই সাথে গ্রাফিক্স এবং ভিডিও কমেন্ট তৈরী করে জনগণের সামনে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য তুলে ধরে। এই সেল কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিস্তারিত তথ্য সোশ্যাল মিডিয়াতে নিয়মিত প্রচার/প্রচারণা করা হয়। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে যারা দেশবিরোধী অপপ্রচার তথা অপতৎপরতা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ফেসবুক কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডসের আলোকে নিয়মিত রিপোর্ট করার পাশাপাশি উক্ত দেশবিরোধী অপশক্তির তালিকা গঠনপূর্বক নিয়মিত বিটিআরসিতে প্রেরণ করা হয়ে থাকে যাতে করে বিটিআরসি বাংলাদেশের ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনানুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সেল *(SMMC)* এর কার্যক্রমসমূহ:

- সকল সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং (ভাইরাল নিউজ, গুজব, ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু)।
- কাউন্টার ন্যারেটিভ এন্ড বগ রাইটিং এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার।
- গ্রাফিক্স কন্টেন্ট ও ভিডিও কন্টেন্ট প্রস্তুত এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার।
- ফেসবুকের মাধ্যমে কিছু কুচক্রী মহল রাষ্ট্রের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং সংস্থার নামে অনুমতিবিহীন বিভিন্ন ফেসবুক একাউন্ট পরিচালনার মাধ্যম ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল ও জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে বদ্ধ পরিকর। এ সকল প্রোপাগান্ডামূলক অপপ্রচার রোধে এনটিএমসি কর্তৃক ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের নামে চালিত ভুয়া *(Fake)* ফেসবুক আইডি, ফেসবুক পেইজ, ফেসবুক গ্রুপ, ফেসবুক পোস্ট লিংক নিয়মিত বন্ধ করা হয়।

স্যাটেলাইট ফোন মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন:

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও স্যাটেলাইট ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চল, সীমান্তবর্তী এলাকা এবং গভীর সমুদ্রে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে অপরাধ বেড়েই চলেছে। স্যাটেলাইট ফোন এর গুরুত্ব অনুধাবন করে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহারকারীদের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থাসমূহকে অপরাধ দমন ও তদন্তকার্যে সহযোগিতার জন্য বর্তমান সরকারের অর্থায়নে স্যাটেলাইট ফোন মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সফলভাবে সিস্টেম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এর ব্যবহারের উপর ১২টি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি উক্ত সিস্টেমকে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স প্লাটফর্ম এবং মনিটরিং সিস্টেম এ কানেকটিভিটি প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, গোয়েন্দা ও তদন্তকারী সংস্থাসমূহ এনটিএমসি'র স্যাটেলাইট ফোন সিস্টেম হতে প্রয়োজনীয় ডাটা সংগ্রহ করতে পারছে।

স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে সংঘটিত অপরাধসমূহ শনাক্ত করা হয়:

- পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম।
- দেশের সমুদ্র ও নদীপথে মানব পাচার।
- সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কার্যক্রম।
- সীমান্ত ও নৌপথে অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান।
- রাষ্ট্র ও সমাজ বিরোধী কার্যক্রম।

এনটিএমসি'র উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- স্মার্ট বাংলাদেশ সম্মাননা-২০২৩ অর্জন
- ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১৯ অর্জন
- প্রিজন ইনমেট ডাটাবেজ সিস্টেম বাস্তবায়ন
- হজ্ব যাত্রীদের পাসপোর্ট যাচাই
- অর্থ বিভাগ হতে অর্থ সহায়তাকারীদের তথ্য যাচাই
- বিদেশগামী কর্মীদের পাসপোর্ট যাচাই
- খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি সুবিধাভোগীদের পরিচয়পত্র যাচাই
- বিআরটিএ হতে ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদনকারীদের এনআইডি যাচাই

তদন্ত সংস্থা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার ছিল একটি জাতীয় দায়িত্ব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩, প্রণয়ণের মাধ্যমে এই বিচার কার্যের ভিত্তি রচিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক দালাল আইন এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট প্রণয়ন করে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম কোন দেশে অভ্যন্তরীণ ভাবে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার শুরু করা হয়।

১৯৭৫ সালে জাতির জনক, তার পরিবার ও জাতীয় নেতাদের নৃশংস হত্যাকান্ডের মাধ্যমে জাতির অগ্রগতি ও প্রগতিসমূহ স্তব্ধ হয়ে যায় তেমনি এই সমস্ত অপরাধীদের বিচার কাজও বন্ধ হয়ে যায়। জাতি নিপতিত হয় এক তমসাচ্ছন্ন যুগে। ওই বছরই জেনারেল জিয়া সামরিক অধ্যাদেশ জারি করে দালাল আইন বাতিল করে। থেমে যায় মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম।

৭৫ পরবর্তী সময়ে এদেশে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয়ে ছিল যেন, আর কোন দিন এই বিচার বাস্তবায়ন হবে না। উল্টো এই অপরাধীদের অর্থ-বিত্ত, সামজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকল ধরনের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার হয়ে শীর্ষ মানবতা বিরোধী অপরাধীরা। তাদের গাড়িতে সীমাহীন ত্যাগে অর্জিত আমাদের পবিত্র জাতীয় পতাকা উঁচিয়ে লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশের মাটিতে নির্লজ্জভাবে দাপিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সব ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার সুষ্ঠু তদন্তে যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকারভিত্তিক এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার বাস্তবায়ন করা। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ৫টি অগ্রাধিকার বিষয়ের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার গুরুত্ব সহকারে স্থান পায়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে ২০০৯ সালে ২৯ জানুয়ারি নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।

২০১০ সালে ২৫শে মার্চ এক গেজেটে দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট-১৯৭৩ এর ৬ ধারা বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এবং একই সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ট্রাইব্যুনালের একটি তদন্ত সংস্থা গঠন করা হয়। এর প্রায় এক বছর পর ২০১১ সালের শুরুতে বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন অতিরিক্ত ডিআইজি জনাব মুহা. আবদুল হান্নান খান পিপিএম এবং প্রাক্তন আইজিপি জনাব এম. সানাউল হক-কে আইজিপি পদমর্যাদায় কো-অর্ডিনেটর পদে নিয়োগ প্রদান করে ২০ সদস্যের তদন্ত সংস্থাকে আরও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়। সর্বশেষ জনাব এম. সানাউল হক-কে কোঅর্ডিনেটর করে গত ০৭/০২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ১০ সদস্যের তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠিত করা হয়। শুরুতে যুদ্ধাপরাধী গোষ্ঠি সাক্ষীদের নানাভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করার কারণে মামলার পর্যাপ্ত সাক্ষীও পাওয়া যেত না। তদন্ত কর্মকর্তাগণ তাঁদের অপরিসীম আন্তরিকতায় সাক্ষীদের ভয়কে জয় করাতে সক্ষম হন এবং বিচারকার্যকে একটি কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছান।

এছাড়া বিচার প্রক্রিয়ার তদন্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে জনমত গঠনের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, বিশিষ্ট নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ছিল আশাব্যঞ্জক। সকলের সহযোগিতা ও তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের নিরলস প্রচেষ্টায় জাতির কাঙ্খিত প্রত্যাশা পূরণ হয় এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে জাতিকে মুক্ত করা হয়।

মামলার পরিসংখ্যান

কার্যক্রম : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারার্থে অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা

বিচারকাজ সম্পন্ন মামলার সংখ্যা	৫৪ টি
সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	১৪৬ জন
তদন্ত সম্পন্ন মামলার সংখ্যা	৯০ টি
তদন্ত সম্পন্ন আসামীর সংখ্যা	৩৩৫ টি
আমৃত্যু কারাদন্ড সংখ্যা	৩৬ জন
মৃত্যুদন্ড রায় ঘোষিত	১০১ জন
২০ বছর সাজা প্রাপ্ত	০৬ জন
খালাশ আসামীর সংখ্যা	০২ জন
আদেশে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০১ টি
মৃত্যুদন্ড কার্যকর সংখ্যা	০৬ জন

বর্তমান তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা	১৪ টি
তদন্তাধীন মামলার আসামীর সংখ্যা	১৪ জন
বর্তমান বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	৩৬ টি
বিচারাধীন মামলার আসামীর সংখ্যা	১৮৯ জন
মোট অভিযোগ প্রাপ্তি	৮৩০ টি
মোট অভিযোগে ব্যক্তির সংখ্যা	৪২৭২ জন
মূলতবি অভিযোগের সংখ্যা	৪৯৪ টি
অভিযোগ অধীন ব্যক্তির সংখ্যা	৩৩৫২ জন

তদন্ত সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধান এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের নিকট থেকে ৪২৭২ জনের বিরুদ্ধে ৮৩০টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১১৫টি অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে ১৪টি তদন্তাধীন, ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ৩২টি, প্রসিকিউশন টিমের নিকট দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা ৪টি, অন্যান্যভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে ১১টি মামলা এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রায় ঘোষিত মামলার সংখ্যা ৫৪টি। ১০৪টি মামলায় মোট আসামী ৩৪৯জন। এখন পর্যন্ত ১৩৮জন আসামী গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। কয়েকজন আসামী মৃত্যুবরণ করেছে এবং অবশিষ্ট পালাতক আসামীদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে গ্রেপ্তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিস্পত্তিকৃত ২১টি মামলা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে বিচারাধীন রয়েছে এবং বর্তমানে ৩৩৫২ জনের বিরুদ্ধে ৪৯৪টি অভিযোগে মামলা রুজু, তদন্ত নিস্পত্তি ও বিচারের অপেক্ষায় আছে।

যুদ্ধাপরাধের বিচার বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের এক সীমাহীন চ্যালেঞ্জ ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আইনের শাসন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাস্তবায়ন তারই এক প্রকৃষ্ট উদহারণ।